সংবাদপত্রের পাতা থেকে (আগস্ট- অক্টোবর, ২০১৭)

ইউনেসকোর সিদ্ধান্তে ছাড়ের কথা নেই

০১ আগস্ট ২০১৭, প্রথম আলো

... ...ইউনেসকোর বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটির ৪১তম সভার সিদ্ধান্তগুলো গত রোববার সংস্থাটির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। তাতে দেখা যায়, এসইএ যত দ্রুত সম্ভব সম্পন্ন করে বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটির কাছে তা পেশ করার জন্য সরকারের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে এসইএ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত সুন্দরবন ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় কোনো ধরনের অবকাঠামো ও শিল্প স্থাপনা নির্মাণ বন্ধ রাখার কথা বলা হয়েছে। রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাজকে অনুমোদন করা বা ছাড় দেওয়ার কোনো তথ্য ওই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে নেই। ... ...

ওই সিদ্ধান্তের রামপাল প্রকল্প নিয়ে ২০১৬ সালে ইউনেসকোর রিঅ্যাক্টিভ মনিটরিং মিশনের করা অন্যান্য সুপারিশও পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নে ধারাবাহিক পদক্ষেপ নিতে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে।

২০১৬ সালের জুলাইয়ে বাংলাদেশ সরকারের কাছে পাঠানো ওই প্রতিবেদনে সুন্দরবনের পাশে রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাতিল করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল। বিদ্যুৎকেন্দ্রটি নির্মিত হলে সুন্দরবনের অপূরণীয় ক্ষতি হবে উল্লেখ করে প্রকল্পটি নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতেও বলা হয়েছিল।

এদিকে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নিয়ে সরকার একগুঁয়েমি, মিথ্যাচার ও প্রতারণা করছে বলে অভিযোগ করেছে তেল-গ্যাসখনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি। জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক প্রকৌশলী শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এবং সদস্যসচিব অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ গতকাল এক যুক্ত বিবৃতিতে এ অভিযোগ করেন।

ইউনেসকোর বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটির ৪১তম সভায় সুন্দরবন নিয়ে ১১ সিদ্ধান্ত গত ২-১২ জুলাই পোল্যান্ডের ক্রাকাও শহরে ইউনেসকোর বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটির ৪১তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে অন্যান্য বিশ্ব ঐতিহ্যের মতো সুন্দরবন বিষয়েও ১১টি সিদ্ধান্ত হয়। এগুলোর গুরুত্বপূর্ণ অংশ তুলে ধরা হলো:

তিন নম্বর সিদ্ধান্তে সুন্দরবনের পাশে প্রস্তাবিত ওরিয়ন কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র ও রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের দ্বিতীয় পর্যায় অনুমোদন না করার ব্যাপারে বাংলাদেশের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানানো হয়েছে।

চতুর্থ সিদ্ধান্তে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রভাব নিয়ে সুন্দরবন ও বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকায় একটি কৌশলগত পরিবেশ প্রভাব সমীক্ষা (এসইএ) চালানোর যে সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ সরকার নিয়েছে, তাকে স্বাগত জানানো হয়েছে

এসইএ সমীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওই অঞ্চলে কোনো বৃহদাকার শিল্প বা অবকাঠামো নির্মাণ না করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে সরকারের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে। এসইএ যত দ্রুত সম্ভব সম্পন্ন করে একটি প্রতিবেদন বিশ্ব ঐতিহ্য কেন্দ্রে পাঠাতে হবে। বিশ্ব ঐতিহ্যকেন্দ্র এটি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচারকে (আইইউসিএন) দিয়ে পর্যালোচনা করে নেবে।

পঞ্চম সিদ্ধান্তে সুন্দরবনের প্রতিবেশগত পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য স্বাগত জানানো হয়েছে। এ ছাড়া সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, স্বাদু পানির প্রবাহ কমে যাওয়ার বিষয়গুলো সুন্দরবনের বাস্তুসংস্থানের ওপর যে হুমকি সৃষ্ট করেছে, তা নিয়ে বাংলাদেশের উদ্বেগ জানানোকে স্বাগত জানিয়ে বলা হয়েছে, এই হুমকির কারণে সুন্দরবন বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে।

ষষ্ঠ সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে, বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে পুরো সুন্দরবনের ব্যাপারে বাংলাদেশ (সুন্দরবন) ও ভারতের (সুন্দরবন ন্যাশনাল পার্ক) আন্তঃসীমান্ত সহযোগিতার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে সহযোগিতা বাড়াতে উভয় দেশের সরকারের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে দুই সুন্দরবনেই পর্যাপ্ত স্বাদু পানির প্রবাহ নিশ্চিত করার বিষয়ে ২০১৬ সালে ইউনেসকোর মিশনের করা সুপারিশ পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করতে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে।

এ ছাড়া প্রতিবেদনে রামপাল প্রকল্পের ইআইএকে অসম্পূর্ণ ও প্রশ্নবিদ্ধ হিসেবে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, এটি তৈরি করার ক্ষেত্রে সব পক্ষের মতামত সঠিকভাবে নেওয়া হয়নি, অর্থাৎ সীমিত কিছু মানুষের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে, যা ইআইএ করার আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি নয়। সুন্দরবনের বৃক্ষরাজির ওপর প্রভাবের বিষয়টি ওই সমীক্ষায় উঠে আসেনি। বাংলাদেশে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এ বিষয়ে কাজ করা বিজ্ঞানীদের মতামতও নেওয়া হয়নি।

মিশন তাদের প্রতিবেদনে রামপাল প্রকল্পের কারণে সুন্দরবনের ওপর চার ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে বলে মনে করছে, যা সুন্দরবনের অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের অপূরণীয় ক্ষতি করবে। এগুলো হচ্ছে বায়ুদূষণ, পানিদূষণ, শিল্পের পুঞ্জীভূত দূষণ, জাহাজ চলাচল ও নদী খননের প্রভাব।

আট নম্বর সিদ্ধান্তে বলা হয়, সুন্দরবনে জ্বালানি তেল ছড়িয়ে পড়াজনিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকার যে 'ন্যাশনাল অয়েল স্পিল অ্যান্ড কেমিক্যাল কন্টিজেন্সি প্ল্যান'-এর (এনওএসসিওপি) খসড়া তৈরিতে যে অগ্রগতি করেছে, তাকে স্বাগত জানানো হয়েছে। সেই সঙ্গে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল জোগান এবং মানবসম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত করতে অনুরোধ জানানো হলো। সাম্প্রতিক নৌদুর্ঘটনাগুলোতে বিপজ্জনক উপাদান ছড়িয়ে পড়ার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে আরও তথ্য দিতে হবে। নৌচলাচলের কারণে ক্ষতিকর প্রভাব কমাতে নৌচলাচল ব্যবস্থাপনা, ড্রেজিংয়ের মতো বিষয়গুলো সম্পর্কেও তথ্য দিতে হবে।

নয় নম্বর সিদ্ধান্তে পশুর নদে পরবর্তী কোনো খনন কার্যক্রম চালানোর আগে সুন্দরবনের অসাধারণ বৈশ্বিক মূল্যের (আউটস্ট্যান্ডিং ইউনিভার্সাল ভ্যালু) ওপর এর প্রভাব নিয়ে সমীক্ষা চালানোর অনুরোধ জানানো হয়েছে। সেই সঙ্গে পশুর নদ খননের পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা (ইআইএ) করারও অনুরোধ জানানো হয়েছে।

দশ নম্বর সিদ্ধান্তে কমিটি উদ্বিগ্ন জানিয়ে বলেছে, রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণ করা হলে সুন্দরবনে পরিবেশগত প্রভাব পড়বে। বায়ু ও পানিদূষণ বাড়বে। নৌচলাচল ও ড্রেজিং বেড়ে যাবে। মিঠা পানি কমে যাবে। এর মধ্যেই ওই অঞ্চলের পানিতে লবণাক্ততা বেড়ে গেছে। বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটির ৪১তম অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে কমিটি কৌশলগত পরিবেশ মূল্যায়নের (এসইএ) অংশ হিসেবে এসবের প্রভাব নিরূপণ নিশ্চিত করতে হবে বাংলাদেশকে। ঝুঁকি কমাতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। সুন্দরবনের আউটস্ট্যান্ডিং ইউনিভার্সাল ভ্যালুর (ওইউভি) ওপর ক্ষতিকর প্রভাব এড়াতে বাংলাদেশকে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সবশেষে সিদ্ধান্ত হিসেবে বাংলাদেশকে অনুরোধ করা হয়েছে, যেসব শর্ত দেওয়া হয়েছে, সেগুলো বাস্তবায়নের অগ্রগতি উল্লেখ করে একটি প্রতিবেদন ২০১৮ সালের পয়লা ডিসেম্বরের মধ্যে বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটির কাছে জমা দিতে হবে। কমিটির ২০১৯ সালে অনুষ্ঠেয় ৪৩তম অধিবেশনে ওই

প্রতিবেদন যাচাই-বাছাই করা হবে।

হাইকোর্টে আপিলের রায়:
ফাঁসির দণ্ড থেকে ছাত্রলীগের ৬ জনের রেহাই

৭ আগস্ট, ২০১৭, কালেরকণ্ঠ

বিএনপি জোটের ডাকা অবরোধের মধ্যে পুরান ঢাকায় দিনদুপুরে নৃশংসভাবে কুপিয়ে ও পিটিয়ে নিরীহ দর্জি দোকানি বিশ্বজিৎ দাসকে হত্যা করেছিল ছাত্রলীগ ক্যাডাররা। সেই খুনের মামলায় আটজনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন নিম্ন আদালত। দণ্ডিতদের ডেথ রেফারেন্স ও আপিল শুনানি শেষে গতকাল রবিবার হাইকোর্ট রায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের মধ্যে দুজনের ফাঁসি বহাল রেখেছেন; ফাঁসির দণ্ড পাওয়া অন্য চারজনের সাজা কমিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন। বাকি দুজনকে খালাস দেওয়া হয়েছে। অন্য আসামিদের মধ্যে নিম্ন আদালতের রায়ে যাবজ্জীবন পাওয়া দুজনকেও খালাস দিয়েছেন হাইকোর্ট।

বিশ্বজিতের লাশের সুরতহাল ও ময়নাতদন্ত প্রতিবেদনকে ত্রুটিপূর্ণ উল্লেখ করে হাইকোর্ট সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তা ও চিকিৎসকের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। আদালত বলেছেন, সুরতহাল প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে বিশ্বজিতের হাতে একটি কোপের চিহ্ন রয়েছে। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, বিশ্বজিতের শরীরে একটি কোপ রয়েছে। অথচ গণমাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদচিত্র ও ভিডিও চিত্র এবং সাক্ষীদের জবানবন্দিতেও এটা স্পষ্ট যে বিশ্বজিৎকে উপর্যুপরি আঘাতে হত্যা করা হয়েছে। রায়ে বলা হয়েছে, গণমাধ্যমে প্রকাশিত ভিডিও চিত্র ও স্থিরচিত্র আমলে নিয়েই বিচারকাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের এসব চিত্র অবশ্যই বিচারার্থে গ্রহণ করা প্রয়োজন বলেও মনে করেন হাইকোর্ট।... ...

রপ্তানিতে নগদ সহায়তার ব্যয় পাঁচ বছরে দ্বিগুণ

০৭ আগস্ট ২০১৭, প্রথম আলো

রপ্তানিতে নগদ সহায়তা দিতে সরকারের ব্যয় প্রতিবছর বাড়ছে। বিগত অর্থবছরে এ খাতে ব্যয় হয়েছে প্রায় ৪ হাজার ৩০০ কোটি টাকা, যা পাঁচ বছর আগের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি।

চলতি বছর এ ব্যয় আরও বাড়বে। কারণ অর্থ মন্ত্রণালয় এ বছর নতুন পাঁচটি পণ্যকে নগদ সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ ছাড়া চারটি পণ্যে সহায়তার হার বাড়ানো হয়েছে। এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে চিঠি দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংককে।

২ হাজার কোটি টাকা পানিতে

০৭ আগস্ট ২০১৭, প্রথম আলো

.. .. প্রথম আলোর অনুসন্ধানে জানা গেছে, সরকার গত সাড়ে আট বছরে দুই হাজার কোটি টাকা খরচ করেছে। আওয়ামী লীগের দুই সরকারের আমলে এই অর্থ খরচ হয়ে গেলেও বড় কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়নি। পাম্পস্টেশন, নর্দমা নির্মাণ ও মেরামত, খাল-বক্স কালভার্ট খনন ও পরিষ্কার করার মতো ছোটখাটো কাজে এই টাকা ব্যয় হয়েছে বলে কাগজপত্রে দেখা যাচ্ছে।

২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর গত সাড়ে আট বছরে জলাবদ্ধতা দূর করতে তিনটি সংস্থা মোট ১ হাজার ৯৯৬ কোটি খরচ করে। এর মধ্যে ঢাকা ওয়াসা ৬১৮ কোটি, ঢাকা সিটি করপোরেশন (ভাগ হওয়ার আগে ও পরে) ১ হাজার ২৭০ কোটি এবং পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) ১০৮ কোটি টাকা খরচ করে বলে সংস্থাগুলোর নথি থেকে জানা যায়।

এই অর্থ খরচ হলেও রাজধানীর জলাবদ্ধতা কমেনি, উল্টো বেড়েছে। মাঝারি মাত্রার বৃষ্টিতেই তলিয়ে যাচ্ছে ঢাকার বেশির ভাগ রাস্তাঘাট। সর্বশেষ ৩ আগস্ট বেলা সোয়া দুইটা থেকে প্রায় দেড় ঘণ্টায় ১২৩ মিলিমিটার বৃষ্টিতে অপেক্ষাকৃত উঁচু এলাকা মতিঝিলেও প্রায় দুই ফুট পানি জমে। পানি ওঠে সচিবালয়েও। আগের দিন বেলা একটার দিকে আধা ঘণ্টার বৃষ্টিতেও একই চিত্র দেখা যায়। গত ২৬ জুলাই সকাল থেকে ৬ ঘণ্টায় ৫৬ মিলিমিটার বৃষ্টির পর নটর ডেম কলেজের সামনে কোমরপানি জমেছিল। পরদিন সকালেও পানি জমে ছিল ফকিরাপুল, বাসাবো মাঠ, টিকাটুলি কামরুন্নেসা বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সামনে, ডেমরার আমুলিয়া, পাইটি প্রভৃতি এলাকায়।

পোশাক রপ্তানিতে উৎসে কর ০.৭০%

০৮ আগস্ট ২০১৭, প্রথম আলো

বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিকে পোশাকশিল্পের জন্য 'সংকটময়' অভিহিত করে আগামী দুই বছরের জন্য উৎসে কর প্রত্যাহার দাবি করেছিলেন তৈরি পোশাকমালিকেরা। ঘোষিত বাজেটে দাবিটি বাস্তবায়িত না হলেও শেষ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হননি তাঁরা। চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছর পোশাক রপ্তানিতে ১ শতাংশের পরিবর্তে দশমিক ৭০ শতাংশ উৎসে কর দিতে হবে।... ...

মধুপুরে বন থেকে গারো উচ্ছেদে বন বিভাগের কৌশল: প্রতিবাদ করলেই মামলা

০৯ আগস্ট ২০১৭, প্রথম আলো

ইউজিন নকরেক (৫৫) টাঙ্গাইলের মধুপুর বন এলাকার সামাজিক সংগঠন জয়েনশাহী আদিবাসী উন্নয়ন পরিষদের সভাপতি। গত শতকের ষাটের দশকে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠন এই বনের গারো ও কোচ জাতিগোষ্ঠীর অধিকার নিয়ে কাজ করে। চলতি বছরের জুন মাসে হঠাৎ ইউজিন জানতে পারেন, তাঁকে প্রধান আসামি করে গত বছরের জুন ও জুলাই মাসে দুটি মামলা করেছে বন বিভাগ।

দুটি মামলায় অপরাধ সংঘটনের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে কোনো অমিল নেই। বলা হয়েছে, মধুপুর জাতীয় উদ্যান বিটে বনপ্রহরীরা বনের মধ্যে ইউজিনসহ কয়েকজনকে গাছ কাটতে দেখে তাড়া দেন। তাড়া খেয়ে পালিয়ে যায় আসামিরা। পরে বনকর্মীরা গিয়ে মূল্যবান কাটা গাছ উদ্ধার করেন।

বনের জলছত্র গ্রামে নিজের বাড়িতে একটি ঘর তুলতে চেয়েছিলেন তৃপ্তি চিরান। এ কাজে বাদ সাধেন বন বিভাগের স্থানীয় কর্মীরা। বন বিভাগের এই আচরণে প্রতিবাদ জানান তাঁর আত্মীয় বিজলী দফো এবং বোনের মেয়ের জামাই নিটুল সাংমা। এরপরই বনে অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে গত মে মাসে মামলা ঠুকে দেয় বন বিভাগ।

স্থানীয় ব্যক্তিরা বলছেন, শুধু ইউজিন বা নিটুল নয়, এই বনজীবী গারোদের মধ্যে যাঁরা নেতৃস্থানীয়, তাঁদের বিরুদ্ধে এভাবে নানা অভিযোগে বন মামলা শুরু হয়েছে মধুপুরে। প্রায় ২৫ হাজার গারো এবং ৪ হাজার কোচ পরিবার বনের ৫৯টি গ্রামে বাস করে। সম্প্রতি অন্তত আটটি গ্রাম ঘুরেছেন প্রতিবেদকেরা। দেখেছেনে প্রতি গ্রামে এসব মানুষের মধ্যে ভীতি, শঙ্কা।...

রাজশাহীর বাতাস ঢাকার চেয়ে বিষাক্ত

আগস্ট ১১, ২০১৭, বণিক বার্তা

... ... যেসব উপকরণে বাতাস বিষাক্ত হয়, সালফার ডাই-অক্সাইড তার অন্যতম। রাজশাহীর বাতাসে উপাদানটি বেশি থাকার কারণ হিসেবে কয়লাকেই মূলত দায়ী করছেন বিশেষজ্ঞরা। তারা বলছেন, বড়পুকুরিয়ার কয়লা বিদুৎকেন্দ্র থেকে সৃষ্ট সালফার ডাই-অক্সাইড ওই অঞ্চলের বাতাসে মিশছে। ইটভাটায় পোড়ানো কয়লা থেকেও বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে উপাদানটি। রাজশাহীতে বৃষ্টিপাত তুলনামূলক কম হওয়ার কারণে বাতাসেই তা ভেসে থাকছে।

বায়ুর মান পরীক্ষায় নির্মল বায়ু ও টেকসই পরিবেশ (সিএএসই) প্রকল্পের আওতায় ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, রাজশাহী ও বরিশাল আটটি শহরে ১১টি কনটিনিউয়াস এয়ার মনিটরিং স্টেশন

(সিএএমএস) স্থাপন করেছে পরিবেশ অধিদপ্তর। এর মধ্যে চারটি রয়েছে ঢাকায়। স্টেশনগুলো থেকে পাঠানো তথ্য রাজধানীতে স্থাপিত কেন্দ্রীয় সার্ভারে সংরক্ষণ করা হয়। এর ভিত্তিতে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে অধিদপ্তর।

সংস্থাটির মাসভিত্তিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত মার্চে রাজশাহীর বাতাসে ঘনমিটারপ্রতি সালফার ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ ৩৭ দশমিক ৭ মাইক্রোগ্রাম। একই সময়ে রাজধানীর ফার্মগেট এলাকায় এর পরিমাণ রেকর্ড করা হয় ২৮ দশমিক ৫ মাইক্রোগ্রাম। ... ...

সুন্দরবনের গলায় কারখানার ফাঁস

১১ আগস্ট ২০১৭, প্রথম আলো

সুন্দরবন ঘেঁষে ৩২০টি শিল্পকারখানাকে নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় পরিবেশ কমিটি। এর অনেকগুলো মারাত্মক দূষণকারী। বনঘেঁষা ওই এলাকায় এমন উদ্যোগ আইনত নিষিদ্ধ। সম্প্রতি ইউনেসকোও বলেছে, কৌশলগত পরিবেশ সমীক্ষা (এসইএ) ছাড়া এখানে ভারী শিল্প ও স্থাপনা করা যাবে না।

গত রোববার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতীয় পরিবেশ কমিটির চতুর্থ সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

১৯৯৯ সালে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সুন্দরবনের চারপাশের ১০ কিলোমিটার এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করে। এখানে কলকারখানাসহ যেকোনো উন্নয়নকাজ করার আগে বন ও বনের প্রাণীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য নানা রকম শর্ত দিয়ে বিধি করা হয়।

এর আগে থেকেই অবশ্য ওই এলাকায় ১৮৬টি শিল্পকারখানা ছিল। পরিবেশবিষয়ক দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ের এই কমিটি এসব কারখানাকে বৈধ করে অনুমোদন দিতে বলেছে। আবার পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার (ইসিএ) মৌজার সীমানা চিহ্নিত করে ২০১৫ সালে গেজেট প্রকাশের পর পরিবেশ অধিদপ্তর সেখানে ১১৮টি শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে প্রাথমিক ছাড়পত্র দিয়েছিল। কমিটি সেগুলোও নবায়ন করতে বলেছে।

এ ছাড়া নতুন করে আরও ১৬টি শিল্পকারখানাকে অনুমোদন দিতে বলেছে জাতীয় পরিবেশ কমিটি। এগুলোর মধ্যে রয়েছে আটটি তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বোতলজাত করার কারখানা বা এলপিজি প্ল্যান্ট, যা মারাত্মক দূষণকারী বা লাল তালিকাভুক্ত হিসেবে বিবেচিত। বাকি আটটি শিল্প বড় ও মাঝারি আকৃতির। এদেরও পরিবেশ ছাড়পত্র দিতে বলেছে জাতীয় কমিটি।... ...

তাজরিনে প্রাণহানি: সাক্ষীর অনুপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন

১৪ আগস্ট, ২০১৭, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম

পাঁচ বছর আগে সাভারের আশুলিয়ায় তাজরিন ফ্যাশনসে আগুনে শতাধিক পোশাক কর্মীর প্রাণহানির মামলায় সাক্ষী আনতে বার বার ব্যর্থ হচ্ছে রাষ্ট্রপক্ষ।

বিচার শুরুর দুই বছরে শতাধিক সাক্ষীর মধ্যে মাত্র সাতজনের সাক্ষ্যগ্রহণের প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রপক্ষের কৌঁসুলিদের বিরুদ্ধে আসামিপক্ষ নেওয়ার অভিযোগ করেছেন নিহতদের এক সহকর্মী।

ঢাকার প্রথম অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ এস এম সাইফুল ইসলামের এ মামলার শুনানি চলছে।

রোববার সাক্ষ্যগ্রহণের দিন থাকলেও তা হয়নি। রাষ্ট্রপক্ষে মামলা পরিচালনাকারী অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর কাজী শাহানাকে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও আদালত এলাকায় পাওয়া যায়নি।

বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের পক্ষ থেকে তার মোবাইলে বিকাল পৌনে ৫টা থেকে ৬টা পর্যন্ত ৬ বার ফোন করা হলেও তিনি ধরেননি। পরে এসএমএস পাঠিয়েও তার কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

এর আগে গত ২ এপ্রিল সাক্ষী আনতে না পারায় রাষ্ট্রপক্ষের ওই আইনজীবীকে ভর্ৎসনা করেছিলেন বিচারক।.. ..

পোশাক শ্রমিকদের পক্ষে আদালতে এ মামলার দেখভালের দায়িত্বে থাকা গার্মেন্ট শ্রমিক নেতা শহীদুল ইসলাম সবুজ বিডিনিউজ টোয়েন্টফোর ডটকমকে বলেন, "রাষ্ট্রপক্ষ থেকে আসামিদের পক্ষ নিয়ে বিচার প্রলম্বিত করে লোকজনের মন থেকে ওই ঘটনাকে ভুলিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে।"

সরকারি গ্যারান্টিতে বেসরকারি বিনিয়োগ: রেন্টাল-কুইক রেন্টালে ঋণ দেবে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক

আগস্ট ১৪, ২০১৭, বণিক বার্তা

ব্যাংক কোম্পানি আইনের সংশোধন নয়, বরং সরকারের গ্যারান্টিতে বিদ্যুৎ খাতে ২০ হাজার কোটি টাকা ঋণ দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে ব্যাংকগুলো। সরকারি-বেসরকারি বেশ কয়েকটি ব্যাংকে এরই মধ্যে বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে ঋণ প্রস্তাব জমা পড়েছে। দুই মাসের মধ্যে যাচাই-বাছাই করে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো অনুমোদন দেবে বলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক সূত্র জানিয়েছে।

বেসরকারি খাতে ১ হাজার ৭৬৮ মেগাওয়াটক্ষমতার ১০টি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের প্রস্তাব ৯ আগস্ট অনুমোদন দিয়েছে সরকারি ক্রয়-সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি। বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো নির্মাণ করবে এপিআর এনার্জি, এগ্রিকো ইন্টারন্যাশনাল প্রজেক্টস লিমিটেড, বাংলা ট্র্যাক লিমিটেড, কনফিডেন্স পাওয়ার হোল্ডিংস লিমিটেড, দেশ এনার্জি, মিডল্যান্ড পাওয়ার, ওরিয়ন পাওয়ার মেঘনাঘাট এবং সামিট করপোরেশন ও সামিট পাওয়ারের কনসোর্টিয়াম। এসব প্রতিষ্ঠান সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন ব্যাংকে ঋণ আবেদন জমা দিয়েছে।... ...

বন্যায় মৃত ১০৭, পানিতে ডুবে ৯২

১৬ আগস্ট ২০১৭, প্রথম আলো

এখন পর্যন্ত বন্যায় ১০৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্য গত ৪৮ ঘণ্টায় ২৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। বন্যায় সবচেয়ে বেশি পানিতে ডুবে ৯২ জনের মৃত্যু হয়েছে।

... ... রাজধানীতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানানো হয়।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবুল কালাম আজাদ বলেন, দেশের বন্যা উপদ্রুত ২১ জেলায় ১ হাজার ৮২৪টি মেডিকেল টিম কাজ করছে। প্রতিটি জেলায় পর্যাপ্ত পরিমাণে ওষুধ, খাবার স্যালাইন ও পানি শোধনের বড়ি মজুত আছে।

ট্যানারি শ্রমিকদের সঙ্গী চর্মরোগ-হাঁপানি

আগস্ট ১৮, ২০১৭, বণিক বার্তা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউটের এক জরিপও বলছে, ট্যানারি শ্রমিকদের প্রায় ৭৪ শতাংশই চর্মরোগে আক্রান্ত। আর হাঁপানিতে ভুগছেন ৫০ শতাংশ শ্রমিক।

সাভারে ট্যানারি শিল্প স্থানান্তরের আগে গত বছরের মাঝামাঝি সময় হাজারীবাগের ট্যানারি শ্রমিকদের ওপর জরিপটি চালায় লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট। ১৫ হাজার শ্রমিকের মধ্যে ২৭৬ জনকে বেছে নেয়া হয় জরিপের জন্য। তাদের সঙ্গে মুখোমুখি আলোচনা ও রোগ পরীক্ষার মাধ্যমে জরিপটি সম্পন্ন করা হয়। তাতে দেখা যায়, চর্মরোগ ছাড়াও ট্যানারি শ্রমিকরা শ্বাসকষ্ট, ডায়রিয়া, জন্ডিস, টাইফয়েডেও ভুগছেন উচ্চহারে।

জরিপ দলের প্রধান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজির সহকারী অধ্যাপক উত্তম কুমার রায় বলেন, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বুট-গ্লাভসের মতো সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম ব্যবহার না

করায় ট্যানারি শ্রমিকরা চর্মরোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। এসব সরঞ্জাম ব্যবহার করলে রোগের প্রকোপ কম হতো।... ...

৬ মাসে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ১২ হাজার কোটি টাকা

আগস্ট ১৮, ২০১৭, বণিক বার্তা

দেশের ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের লাগাম কোনোভাবেই টেনে ধরা যাচ্ছে না। ছয় মাসের ব্যবধানে এ খাতে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ১১ হাজার ৯৭৬ কোটি টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

গত বছরের ডিসেম্বর শেষে দেশের ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ৬২ হাজার ১৭২ কোটি টাকা, যা ছিল ওই সময়ে বিতরণকৃত ঋণের ৯ দশমিক ২৩ শতাংশ। তবে চলতি বছরের জুন শেষে খেলাপি ঋণের পরিমাণ বেড়ে ৭৪ হাজার ১৪৮ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। ব্যাংকগুলোর বিতরণকৃত ঋণের ১০ দশমিক ১৩ শতাংশই এখন খেলাপির খাতায় চলে গেছে। এর বাইরে মন্দমানের খেলাপি হয়ে যাওয়ায় অবলোপন করা হয়েছে প্রায় ৪৫ হাজার কোটি টাকার ঋণ। সবমিলিয়ে দেশের ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ১ লাখ ১৯ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। বড় অংকের এ খেলাপি ঋণ দিয়ে অন্তত চারটি পদ্মা সেতু বানানো সম্ভব বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা।.. ..

দেশের ব্যাংকিং খাতের খেলাপি ঋণের প্রায় অর্ধেকই রাষ্ট্রায়ত্ত আটটি ব্যাংকের। জুন শেষে সোনালী, জনতা, অগ্রণী, রূপালী, বেসিক ও বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (বিডিবিএল) খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৪ হাজার ৫৮১ কোটি টাকা। ডিসেম্বরে এ ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ৩১ হাজার ২৫ কোটি টাকা।.. ..

দেশে আয়বৈষম্য এখন স্বাধীনতার পর সবচেয়ে বেশি

আগস্ট ১৯, ২০১৭, বণিক বার্তা

'স্বাধীনতার পর থেকে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি আয়বৈষম্যের সময় এ মুহূর্তে পার করছে বাংলাদেশ। মোট জাতীয় আয়ের অর্ধেকই এখনো উচ্চ আয়ের ১০ শতাংশ গৃহস্থালির কুক্ষিগত। অন্যদিকে জাতীয় আয়ে নিম্নআয়ের ৪০ শতাংশ বাংলাদেশীর অংশীদারিত্ব এখন অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় সর্বনিম্নে।' বাংলাদেশ অধ্যয়ন কেন্দ্র প্রকাশিত 'স্টেট অব বাংলাদেশ' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

প্রতিবেদনে আয়বৈষম্য নির্ধারণের জন্য প্রচলিত জিনি সহগের পরিবর্তে পালমা সহগ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে বলা হয়, ২০১৫ সালে সর্বশেষ পালমা অনুপাত ছিল ৩ দশমিক ৪৫। উচ্চ আয়ের ১০ শতাংশ গৃহস্থালির সদস্যদের গড় মাসিক আয় ১ লাখ ৪৭ হাজার ৩৮৮ টাকা। অন্যদিকে নিম্ন আয়ের ৪০ শতাংশ গৃহস্থালির সদস্যদের গড় মাসিক আয় মাত্র ১০ হাজার ৬৫৭ টাকা। সবমিলে উচ্চ ও নিম্ন আয়ের গৃহস্থালির সদস্যদের আয়ের পার্থক্য ১ হাজার ৩৮০ শতাংশ। এ পরিমাণ বৈষম্য দেশে আর কখনই দেখা যায়নি।

এতে আরো বলা হয়, স্বাধীনতার পর থেকেই মোট জাতীয় আয়ে নিম্ন আয়ের গৃহস্থালির অংশীদারিত্ব কমেছে। অন্যদিকে বেড়েছে উচ্চ আয়ের গৃহস্থালির অংশীদারিত্ব। গত ৪৬ বছরে দেশে জাতীয় আয়ে নিম্ন আয়ের ৪০ শতাংশের অংশীদারিত্ব কমেছে ৪ দশমিক ৯ শতাংশ। অন্যদিকে শুধু ২০১০-১৫ সালের মধ্যে পাঁচ বছরে মোট জাতীয় আয়ে উচ্চ আয়ের ১০ শতাংশের অংশীদারিত্ব বেড়েছে ২৮ দশমিক ৯ শতাংশ।

'৪-৫ লাখ টাকায় রাজাকার হয়ে যায় মুক্তিযোদ্ধা'

১৯ আগস্ট, ২০১৭, বাংলাদেশ প্রতিদিন

৪-৫ লাখ টাকায় রাজাকার হয়ে যায় মুক্তিযোদ্ধা। এভাবে চলতে পারে না।' সাতক্ষীরা প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে কয়েক মুক্তিযোদ্ধা এভাবেই ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এ সময় তারা মুক্তিযোদ্ধা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত অমুক্তিযোদ্ধা ও রাজাকারদের নাম বাদ দেওয়ার দাবি জানান। লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন মুক্তিযোদ্ধা সংসদ জেলা ইউনিট কমান্ডের সাবেক ডেপুটি কমান্ডার আব্দুর রহিম। উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা ইউনুস আলী, সুভাষ সরকার, আব্দুল মোমেন প্রমুখ। আব্দুর রহিম বলেন, দেবহাটা উপজেলার সখিপুর গ্রামের আবুল কাশেম ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের পর বাগেরহাট, বরিশাল, খুলনা অঞ্চল থেকে ভারতগামী শরণার্থীদের সম্পদ লুণ্ঠনে জড়িত ছিলেন। পরে তিনি সখিপুর ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান ও দেবহাটা-কালিগঞ্জ শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান মুসলিম লীগ নেতা আব্দুল করিমের হাত ধরে রাজাকার বাহিনীতে নাম লেখান। মুক্তিযুদ্ধে দেবহাটা এলাকা শত্রুমুক্ত হওয়ার পর আবুল কাশেম আত্মগোপনে চলে যান। কিছুদিন পর এলাকায় ফিরে নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা বলে পরিচয় দিতে থাকেন। যুদ্ধাহত বলে ভারতীয় ডাক্তারের জাল সার্টিফিকেটও দেখান। পরে কাশেম নানা কৌশলে সবাইকে ম্যানেজ করে মুক্তিযোদ্ধা সনদ নেন। সংবাদ সম্মেলনে আবুল কাশেমের সনদ বাতিল ও তার শাস্তির দাবি এবং তালিকা থেকে সব ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার নাম বাতিলের দাবি জানানো হয়। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে উপস্থিত মুক্তিযোদ্ধারা বলেন, 'মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয় দুর্নীতির আখড়া। সেখানে টাকায় মেলে সনদ। ৪-৫ লাখ টাকা দিলে রাজাকার হয়ে যায় মুক্তিযোদ্ধা।'

'টাকা দিলেই নিয়োগ

২০ আগষ্ট, ২০১৭, ইত্তেফাক

টাকা দিলেই এখন নিয়োগ পাওয়া যায়! সে যে ধরনের চাকরিই হোক না কেন। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী থেকে শুরু করে আধা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দফতরি বা পিওন পদে চাকরির জন্যও ঘুষ দিতে হয়। আর এই ঘুষের রেট এমন পর্যায়ে গেছে যা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। এসব কারণে চাকরি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন সাধারণ মেধাবী শিক্ষার্থীরা। টাকা দিয়ে বেশিরভাগ চাকরি মিলছে, জঙ্গি-জামায়াত শিবিরের। টাকার নেশায় 'জামায়াত না জঙ্গি জিজ্ঞেসে কোনজন'।... ...

অতি সম্প্রতি আওয়ামী লীগের একজন স্থানীয় নেতার ছেলেকে পুলিশ ভেরিফিকেশন রিপোর্টে জামায়াত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ ওই আওয়ামী লীগ নেতা স্থানীয় পুলিশ সদস্যের চাহিদা মতো টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। ওই নেতার বক্তব্য ছিল এমন- আমরা আওয়ামী লীগ করি, আমাদের মাধ্যমেই আজ আওয়ামী লীগ এই জায়গায়। এর জন্য আমরা জেল খেটেছি, নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। এখন ছেলের যোগ্যতা দিয়ে চাকরি হবে তার জন্য পুলিশকে ঘুষ দিতে হবে- এটা কেমন কথা। আর ৫০ হাজার - এক লাখ হলে কথা ছিল। এখন পুলিশের কনস্টেবল পদে চাকরি নিতেও ১০ লাখ টাকা ঘুষ দিতে হয়। এসআই বা সার্জেন্ট পদে ঘুষের পরিমাণ ১৫ থেকে ২০ লাখ টাকা। এই টাকা আমরা কিভাবে দেব? অবৈধ উপার্জন ছাড়া দুই তিন একর জমি বেঁচেও তো টাকার জোগাড় হবে না। ফলে যাদের টাকা আছে তারা চাকরি পাচ্ছে। আর পদ-পদবি থাকার পরও আমরা হয়ে যাচ্ছি জামায়াতের লোক। এভাবে তো দিনের পর দিন চলতে পারে না, সরকারকে অবশ্যই এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

'টাকা দিয়ে চাকরি না পাওয়ায় ইউপি সদস্যের আত্মহত্যা'

২২ আগষ্ট, ২০১৭, ইত্তেফাক

তেতগাপালগঞ্জের কাশিয়ানীতে নিজের পেটে ছুরি চালিয়ে বাদল বিশ্বাস (৩৫) নামে এক ইউপি সদস্য আত্মহত্যা করেছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। সোমবার রাতে কাশিয়ানী উপজেলার নিজামকান্দি ইউনিয়নের তালতলা গ্রামে এ ঘটনা ঘটেছে।

নিহত বাদল বিশ্বাস নিজামকান্দি ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের সদস্য। তিনি ওই গ্রামের অমল বিশ্বাসে ছেলে।

কাশিয়ানী উপজেলার রামদিয়া পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মো. শফিকুল ইসলাম ও নিজামকান্দি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মহব্বত হোসেন জুয়েল এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

নিহতের ভাই সজল জানিয়েছেন, তার ভাই ইউপি সদস্য বাদল এক বছর আগে এ্যাসেনসিয়াল ড্রাগসে ছোট ভাইয়ের চাকরির জন্য নিজামকান্দি গ্রামের শংকর বিশ্বাস নামে এক ব্যক্তিকে ৩ লাখ টাকা দেন। কিন্তু চাকরি না দিয়ে টাকা নিয়ে ৩ মাস আগে ভারতে পালিয়ে যায় শংকর। ভাইয়ের চাকরি হয়নি। পাশাপাশি টাকা খুইয়ে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে বাদল।...

বার্লিনে সুন্দরবন ও বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাতিল করে বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃত পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন বাঁচাবার দাবী ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহারকে প্রাধান্য দিয়ে সুলভ মূল্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন সহায়ক নীতি প্রণয়নের দাবী করেছেন তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির ইউরোপীয় নেটওয়ার্ক।

গত ১৯ ও ২০ আগষ্ট বার্লিন শহরের গণতান্ত্রিক ও মানবধিকার কেন্দ্রে আয়োজিত দু'দিন ব্যাপী একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে জার্মানীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও পরিবেশ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংগঠন ও বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞরা অংশগ্রহন করেন। সম্মেলনের শেষ দিন রোববার রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প বাতিল ঘোষণা করে সুন্দরবন বাঁচাতে বার্লিন ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা হয়। বার্লিনে দু'দিন ব্যাপী আয়োজিত এ সম্মেলনে রামপাল প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব ও বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভাব্যতা নিয়ে চারটি সেশনে সর্বমোট আটটি প্রবন্ধ পাঠ করেন জার্মানী, ভারত ও বাংলাদেশী বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞগন। এছাড়া সম্মেলনে অংশ নেয়া ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত বাংলাদেশী শিক্ষার্থী, গবেষক ও পেশাজীবীরা এ বিষয়ে তাদের মতামত প্রকাশ করেন। সম্মেলনে বক্তারা সুন্দরবনকে শুধু বাংলাদেশের নয়, বরং তা বিশ্ব সম্পদ বলে অভিহিত করেন এবং তা রক্ষা করতে সবাইকে সোচ্চার হবার আহবান জানান। বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে তার প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক ভীলফ্রেড এন্ডলিশার । বাংলাদেশে বিকল্প জ্বালানির বিশাল সুযোগ আছে বলে মনে করেন অধ্যাপক হার্টমুট বেরভোলফ এবং এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেন। আনু মুহাম্মদ বাংলাদেশের তেল ও গ্যাস সম্পদ নিয়ে বিগত সময়গুলোতে বিভিন্ন সরকারের গাফিলতির কারনে দেশীয় জ্বালানি সম্পদ ও পরিবেশের ক্ষতির বর্ণনা দেন। নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিশেষজ্ঞ মাহবুব সুমন বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রায়োগিক সাম্ভাব্যতা ও নীতিগত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। উপস্থিত বক্তাদের পাশাপাশি ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে এ সম্মেলনে যোগ দেন জ্বালানি বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ জো এথিয়েলি, ভারতের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সেক্টরে তিন দশকেরও বেশী সময় ধরে কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জ্বালানি বিশেষজ্ঞ শংকর শর্মা এবং ভারত জন বিজ্ঞান আন্দোলনের প্রধান বিজ্ঞানী সৌম্য দত্ত । আলোচনায় অংশ নিয়ে জো এথেয়েলী জ্বালানি খাতে বিনিয়োগে ব্যাংকিং সেক্টরের বর্তমান এবং সাম্ভাব্য ভবিষ্যৎ গতি প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেন। শংকর শর্মা উনার উপস্থাপনায় কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার সীমা এবং পরিবেশগত ঝুঁকির পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে আলোচনা করেন। সৌম্য দত্তের আলোচনায় ডিস্ট্রিবিউটিভ সিস্টেমে সুলভ মূল্যে সৌর-বায়ু ও বায়োগ্যাস ব্যবহারের স্থানীয় ও আঞ্চলিক সুবিধার নানা দিক উঠে আসে।

বার্লিনে রামপাল ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের বার্লিন ঘোষনাপত্রের সাথে পরিবেশ, প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্য বিষয়ক সংগঠন গ্রীনপিস,ফেন্ডস অব দ্যা আর্থ. ৩৫০.অর্গ, ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড ফাউন্ডেশন,উইমেন এনগেজ ফর দ্য কমন ফিউচার, ব্যাঙ্কট্রাক সহ সারা বিশ্বের প্রায় একশত সংগঠন স্বাক্ষর প্রদান করে সংহতি প্রকাশ করেছেন। বার্লিন ঘোষণাপত্রে সুন্দরবনের নিকটে রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের কারনে অদূর ভবিষ্যতে বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃত পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভে সম্ভাব্য ক্ষতি, ভারত ও চীন বা এশিয়া ও ইউরোপের অনান্য দেশের উদাহরণ গ্রহন করে পরিবেশ বান্ধব জ্বালানির জন্য সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ সহ বাংলাদেশের পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক প্রকল্প সমূহ বন্ধের আহবান জানানো হয়েছে।

সম্মেলনের শুরুতে তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির ইউরোপীয় নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে সৈয়দ বাবুল ও মোস্তফা ফারুক শুভেচ্ছা বক্তব্যে বলেন বাংলাদেশে চলমান রামপাল ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বিষয় নিয়ে যে আলোচনা ও আন্দোলন চলেছে তার ব্যাপকতা ছড়িয়ে দিতে এবং সংহতি প্রকাশের লক্ষ্যেই এই ইউরোপীয় সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে।

সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে "রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র ও সুন্দরবনে পরিবেশগত প্রভাব" শীর্ষক আলোচনাতে প্রবন্ধ পাঠ করেন গ্রীনপিসের মিসেস কেসটিন ডোরেন্নবুক, বার্লিন বয়েথ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গুডরুন কামাস এবং পরিবেশ বিষয়ক সাংবাদিক ক্যাথারিনা ফীঙ্কে। এই অধিবেশনটি পরিচালনা করেন পটসডাম জার্মান জীওসাইন্স গবেষনা কেন্দ্রের গবেষক ড. অনিমেষ গাইন।

সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে "কয়লা নির্ভর জ্বালানি নীতি, জলবায়ুতে তার প্রভাব এবং সবুজ জ্বালানি নীতিতে রূপান্তর" বিষয়ক অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন বার্লিন হুমবল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভীলফ্রেড এন্ডলিশার, কোলন প্রযুক্তি কলা ও বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হার্টমুট বেরভোল্ফ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ এবং জার্মান পরিবেশ ফোরামের এলিজাবেথ স্টাউড। অধিবেশনটি পরিচালনা করেন বার্লিন হুমবল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রানীবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষক ওয়াহেদ চৌধুরী।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে "বাংলাদেশর জন্য নবায়নযোগ্য জ্বালানির সম্ভবনা ও সম্ভ্যবতা" শীর্ষক তৃতীয় অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন হ্যানোভারের লাইবনিজ ফলিত ভূ-পদার্থবিদ্যা ইনস্টিটিউটের গবেষক ড.মোহম্মদ আজিজুর রহমান ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিষয়ক বিশেষজ্ঞ মাহবুব সুমন। এই পর্বের অধিবেশনটি পরিচালনা করেন বার্লিন প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক তানজিয়া ইসলাম।

সম্মেলনের চতুর্থ অধিবেশনে "সুন্দরবন অঞ্চলে রামপাল কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাতিল ও বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানির সম্ভাব্যতা নিয়ে আন্দোলন ও সংহতি প্রকাশের লক্ষ্যে ভবিষ্যত কর্মসূচী নিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে আসা এাক্টিভিষ্টদর মধ্য মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। পর্বটি পরিচালনা করেন ড্রেসডেন হেল্মহোলজ গবেষনা কেন্দ্রের গবেষক দেবাশীষ সরকার। সবশেষে মোস্তফা ফারুকের পরিচালনায় সাংগঠনিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন জাতীয় কমিটির কেন্দ্রিয় নেতা রুহিন হোসেন প্রিন্স, জোনায়েদ সাকি। এছাড়াও সাংগঠিক বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব আনু মুহাম্মদ এবং ইউরোপীয় বিভিন্ন দেশ থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ।

বার্লিন শহরের গনতান্ত্রিক ও মানবধিকার কেন্দ্রে আয়োজিত দুদিন ব্যাপী বার্লিনে রামপাল ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন চলাকালীন সুন্দরবনের আলোকচিত্র প্রদর্শনী করেন ফটো সাংবাদিক ডেভিড ওয়েন। সন্ধ্যায় সুন্দরবন ও তার পরিবেশ বিষয়ক ডকুমেন্টারী প্রদর্শন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
বার্লিন ঘোষণা পাওয়া যাবে এখানে: http://ncbd.org/?p=1861

চলমান বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১২১

আগস্ট ২২, ২০১৭, বণিক বার্তা

জয়পুরহাট ও নওগাঁয় গতকালও বন্যার পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চলমান বন্যায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ১২১। এছাড়া পাঁচজন এখনো নিখোঁজ।... ...

সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী, এবারের বন্যায় সবচেয়ে বেশি প্রাণহানি হয়েছে দিনাজপুরে। বন্যার কারণে জেলাটিতে এখন পর্যন্ত মারা গেছেন ৩০ জন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৯ জন মারা গেছেন কুড়িগ্রামে। অন্য জেলাগুলোর মধ্যে জামালপুরে ১২ ও গাইবান্ধায় ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে।

এদিকে গতকাল পর্যন্ত বন্যাকবলিত হয়েছে দেশের ৩১ জেলার ১৮৩টি উপজেলার ৮ হাজার ৭৪৬ গ্রাম। বন্যাকবলিত জেলাগুলোকে তিনটি অগ্রাধিকার এলাকা হিসেবে বিভক্ত করেছে ন্যাশনাল ডিজাস্টার রিডাকশন সেন্টার অব চায়না (এনডিআরসিসি)। তাদের তথ্য অনুযায়ী, সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত সাতটি অঞ্চলে ১৯ লাখ মানুষের মধ্যে ৩ লাখ ২০ হাজার দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করছে। অন্যদিকে মাঝারি বন্যা আক্রান্ত এলাকায় ২৮ লাখের মধ্যে ২ লাখ ২০ হাজার মানুষ দরিদ্র।

'বঙ্গবন্ধুকে অবমাননা'র দায়ে ১৩ শিক্ষক কারাগারে

২৩ অগাস্ট ২০১৭, বিবিসি বাংলা

বাংলাদেশের চট্টগ্রামের নবম শ্রেণীর এক প্রশ্নপত্রে শেখ মুজিবকে অবমাননা করার এক মামলায় এলাকার ১৩ জন শিক্ষককে আদালত জেল হাজতে পাঠিয়ে দিয়েছে।

২০১৬ সালে দক্ষিণ চট্টগ্রামের মাধ্যমিক স্কুলের হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষার জন্য তৈরি একটি প্রশ্নপত্রে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবকে স্থানীয় একজন বিএনপি নেতার সাথে তুলনা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়।... ...

পুলিশের সূত্রে জানা গেছে, নবম শ্রেণীর 'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়ে'র ওপর প্রশ্নপত্র নিয়ে অভিযোগের সূচনা।

বাঁশখালিতে একটি কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প নিয়ে সহিংসতা এবং ভাঙচুর ও প্রাণহানির প্রসঙ্গ তুলে ঐ প্রশ্নপত্রে বলা হয় 'এল' নামে একজন স্থানীয় চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে গ্রামবাসী আবার ঘুরে দাড়াতে সক্ষম হয়, যেমন ১৯৭১ সালে লণ্ডভণ্ড বাংলাদেশের মানুষ ঘুরে দাড়িয়েছিল। প্রশ্ন ছিল - ঐ এলের সাথে কোন নেতার তুলনা করা যায়?

ঘটনাক্রমে বাঁশখালি বিদ্যুৎ প্রকল্পের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন স্থানীয় সাবেক একজন ইউপি চেয়ারম্যান, যিনি বিএনপির রাজনীতির সাথে যুক্ত।
এই সূত্রেই অভিযোগ করা হয়, প্রশ্নপত্রে একজন স্থানীয় রাজনীতিকের সাথে তুলনা করে শেখ মুজিবকে অবমাননা করা হয়েছে যা দেশদ্রোহের সামিল।... ...

নাইকোর সঙ্গে চুক্তি 'অবৈধ', সম্পত্তি জব্দের নির্দেশ

২৪ আগস্ট, ২০১৭, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম

কানাডীয় কোম্পানি নাইকোর সঙ্গে এক দশকের বেশি সময় আগে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান পেট্রোবাংলা ও বাপেক্সের করা দুটি চুক্তি অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা করেছে হাই কোর্ট।

আদালত বলেছে, সুনামগঞ্জের টেংরাটিলায় নাইকোর গ্যাসক্ষেত্রে ২০০৫ সালের বিস্ফোরণের ঘটনায় ক্ষতিপূরণ এবং দুর্নীতির অভিযোগ নিম্ন আদালতে বিচারাধীন দুটি মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত নাইকোকে কোনো অর্থ পরিশোধ করা যাবে না।

আর ওই দুই চুক্তির আওতায় নাইকো কানাডা ও নাইকো বাংলাদেশের সব সম্পত্তি এবং ৯ নম্বর ব্লকে থাকা নাইকোর সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে জব্দ করার নির্দেশ দিয়েছে হাই কোর্ট।

সুন্দরবনের ১০ কিলোমিটারে শিল্পকারখানা অনুমোদনের ওপর নিষেধাজ্ঞা

২৪ আগস্ট ২০১৭, প্রথম আলো

সুন্দরবনের আশপাশের ১০ কিলোমিটার এলাকায় নতুন শিল্পকারখানা স্থাপনের অনুমোদনের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন হাইকোর্ট।

একই সঙ্গে সুন্দরবনের ১০ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে কতগুলো শিল্পকারখানা রয়েছে, এর তালিকা ছয় মাসের মধ্যে আদালতে দাখিল করতে বলা হয়েছে। পরিবেশসচিব, শিল্পসচিব, ভূমিসচিব ও পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের প্রতি এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।... ...

ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে অনশনে এরিকসনকর্মীরা

২৯ আগস্ট, ২০১৭, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম

ঈদের আগে আকস্মিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে অনশনে বসেছেন টেলিকম প্রতিষ্ঠান এরিকসনের অর্ধ শতাধিক কর্মী।

ঢাকার গুলশানে এরিকসন বাংলাদেশ লিমিটেডের কার্যালয়ে সোমবার দুপুর থেকে অনশন শুরু করেন ৬২ জন কর্মী। তাঁরা চাকরিতে পুনর্বহাল করার দাবি জানিয়েছেন; নইলে ক্ষতিপূরণ চাইছেন।... ...

অনশনরত কর্মীরা জানান, তারা বোনাস স্থায়ী কর্মচারীদের তুলনায় অর্ধেক পেলেও ওভারটাইম ফি পেতেন না। এছাড়াও যাতায়াত, পারফর্মেন্স বোনাস ও প্রফিট শেয়ারও তারা পেতেন না।

ছাঁটাইয়ের নির্দেশের পর এই কর্মীরা কাজ বন্ধ রেখে অবস্থান কর্মসূচি চালিয়ে আসছিলেন। তাতে কোনো ফল না পেয়ে অনশনে বসেছেন তারা।.. ..

ছয় দিনে দুই ব্যবসায়ী ও এক ব্যাংক কর্মকর্তা অপহরণ

২৯ আগস্ট ২০১৭, প্রথম আলো

পল্টনের খানা বাসমতি রেস্তোরাঁয় তাঁরা নয়জন দুপুরের খাবার খাচ্ছিলেন। খাওয়া শেষে বিল মিটিয়ে বাইরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন। এরপর ওই রেস্তোরাঁয় ঢোকার মুখে এক ব্যক্তিকে টেনেহিচড়ে মাইক্রোবাসে তুলে নেন। রেস্তোরাঁর সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়ে এই দৃশ্য। ২৩ আগস্ট দিনদুপুরে ঘটে যাওয়া এই অপহরণের ঘটনা মানুষকে অবাক ও আতঙ্কিত করেছে। কিন্তু এ নিয়ে বলার মতো কোনো তথ্য নেই পুলিশের কাছে।

গত ছয় দিনে একইভাবে তিনজন প্রথিতযশা ব্যবসায়ী ও ব্যাংক কর্মকর্তাকে তুলে নেওয়া হয়েছে। নগরীর ব্যস্ততম এলাকা থেকে প্রকাশ্যে গোয়েন্দা সংস্থার পরিচয়ে তাঁদের অপহরণ করা হয়। দুটি ঘটনার ভিডিও ফুটেজ পুলিশের হাতে আছে, কিন্তু কোনো কিনারা করতে পারছে না তারা।

এভাবে বিনা অভিযোগে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষকে তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। এ নিয়ে কেউ গণমাধ্যমের কাছে মুখ খুলতে রাজি হননি। এমনকি ধরে নিয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের পরিবারও কথা বলতে চায় না।

পরিস্থিতির নিরিখে মনে হয়েছে, সবাই চাপের মুখে আছেন।.... ...

পাবনা চিনিকলের ৮০০ কর্মীর ঈদ মাটি

২৯ আগস্ট ২০১৭, প্রথম আলো

১৮ কোটি টাকার বেশি চিনি অবিক্রীত থাকার অজুহাতে ঈশ্বরদীর পাবনা চিনিকলের ৮০০ শ্রমিক-কর্মচারী-কর্মকর্তা ঈদের আগে বেতন পাচ্ছেন না। ঈদ বোনাস দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হলেও মিল কর্তৃপক্ষ আর্থিক সংকটের কারণ দেখিয়ে জুলাই ও আগস্ট মাসের বেতন দিতে অপারগতা প্রকাশ করেছে।

পাবনা চিনিকলের কয়েকজন শ্রমিক-কর্মচারী জানান, ঈদের আগে বেতন-বোনাস পরিশোধের সরকারি নির্দেশনা থাকলেও মিল কর্তৃপক্ষ এবার জুলাই মাসের বেতন পরিশোধ করেনি। আগস্ট মাসও ফুরিয়ে এসেছে। ঈদ উৎসবের আগে আগস্ট মাসের বেতনও পরিশোধ করার কথা। কিন্তু মিল কর্তৃপক্ষ জুলাই ও আগস্ট মাসের বেতন পরিশোধে অপারগতা প্রকাশ করেছে। এ পরিস্থিতিতে শ্রমিক-কর্মচারীরা তাঁদের পরিবার-পরিজন নিয়ে

কীভাবে ঈদ করবেন, তা নিয়ে শঙ্কিত ।... ...

বর্তমানে মিলের গুদামে ৩০৩৯ দশমিক ২৫ মেট্রিক টন চিনি অবিক্রীত পড়ে আছে উল্লেখ করে তোফাজ্জল হোসেন বলেন, অবিক্রীত এই চিনির মূল্য ১৮ কোটি ২৩ লাখ ৫৫ হাজার টাকা। চিনি বিক্রি হলে বেতন পরিশোধে সমস্যা হতো না। এ কারণে জুলাই মাসের বেতন পরিশোধ হয়নি। আগস্ট মাসের বেতনও দেওয়া যাচ্ছে না। প্রতিদিন শ্রমিক-কর্মচারীরা তাঁর কাছে এসে বেতন পরিশোধের দাবি জানাচ্ছেন। কিন্তু চিনি বিক্রি না হওয়ায় তাদের জুলাই ও আগস্ট মাসের দেওয়া যাচ্ছে না বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

চট্টগ্রামে পুলিশ-পাটকল শ্রমিক সংঘর্ষ, সড়ক অবরোধ

২৯ আগস্ট ২০১৭, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম

চট্টগ্রামে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়েছে বকেয়া বেতনের দাবিতে আন্দোলনরত সরকারি আমিন জুট মিলের শ্রমিকরা। সংঘর্ষের পর মিলের সামনের সড়কে শ্রমিক অবরোধে বন্ধ রয়েছে যানবাহন চলাচল।

মঙ্গলবার ১০টা থেকে বন্দরনগরীর বায়েজিদ এলাকায় আমিন জুট মিলের সামনের সড়কে বকেয়া বেতনের দাবিতে অবস্থান নেয় শ্রমিকরা।

এর কিছুক্ষণ পর পুলিশ শ্রমিকদের কারাখানার ভেতরে যেতে বাধ্য করে। এরপর আবার শ্রমিকরা এক হয়ে কারখানা থেকে বেরিয়ে আসে। এসময় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ায় তারা।... ...

আমিন জুট মিলের তাঁত শ্রমিক মো. করিম বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে বলেন, আমাদের সাত সপ্তাহের বেতন বাকি। ঈদের আর মাত্র কয়দিন বাকি। কোনো বেতন-বোনাস দেওয়া হয়নি।

"আজ (মঙ্গলবার) বকেয়া বেতন পরিশোধের কথা ছিল। সকালে কারখানায় আসার পর তারা দুই সপ্তাহের বেতন দিতে চায়।"

এরপরই শ্রমিকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে রাস্তায় নেমে আসে। আমিন জুট মিলের ১৫টি বিভাগে স্থায়ী-অস্থায়ী মিলিয়ে প্রায় সাত হাজার শ্রমিক কাজ করেন।... ....

পাঠ্যবইয়ে বিষয়বস্তু পাল্টায়নি, দাবি ও প্রস্তাব উপেক্ষিত

২৮ আগস্ট ২০১৭, প্রথম আলো

বিশেষজ্ঞ প্রস্তাব ও বিভিন্ন মহলের দাবি থাকলেও পাঠ্যবই থেকে হেফাজতে ইসলামের দাবি অনুযায়ী বাদ দেওয়া বিষয়গুলো পুনঃস্থাপন করা হচ্ছে না। বিষয়বস্তুতে পরিবর্তন ছাড়াই আগামী শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যবই ছাপার প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করেছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)।... ...

চলতি বছরের প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের পাঠ্যবইয়ে বিশেষ করে বাংলা ও আনন্দপাঠে বিষয়বস্তু পরিবর্তনে হেফাজতে ইসলামের দাবির প্রতিফলন ঘটে। কওমি মাদ্রাসাভিত্তিক এই সংগঠন ২৯টি বিষয় সংযোজন ও বিয়োজনের কথা বলেছিল, যার সব কটি মেনে নেওয়া হয়। এমনকি সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির দুটি পাঠ্যবই কয়েক লাখ কপি ছাপার পর সেগুলো গুদামে রেখে দুটি লেখা বাদ দিয়ে নতুন করে বই ছাপানোর ঘটনাও ঘটে। ... ...

টাম্পাকো দুর্ঘটনার এক বছর:
৪১ মৃত্যুর পেছনে কারও দায় নেই?

১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭, প্রথম আলো

এক বছর পেরিয়ে আবারও মাথা তুলে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে পণ্যের মোড়ক তৈরির কারখানা 'টাম্পাকো ফয়েলস লিমিটেড'। তবে টঙ্গীর এই শিল্পকারখানাটিতে কী কারণে বিস্ফোরণ হয়েছিল, এর দায়ভারই বা কার তা আজও শনাক্ত হয়নি। প্রতিবেদন প্রকাশ করেনি ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে গঠিত পাঁচটি কমিটির কোনোটিই। এ ঘটনায় দায়ের করা দুটো মামলার তদন্তও প্রায় থেমে আছে।

খাদ্য ও কসমেটিক পণ্যের অ্যালুমিনিয়াম মোড়ক বা ফয়েল প্রস্তুতকারী টাম্পাকো ফয়েলস লিমিটেডে গত বছরের ১০ সেপ্টেম্বর সকালে এক ভয়াবহ বিস্ফোরণের পর আগুন ধরে যায়। এ ঘটনায় ৪১ জন নিহত হন। এদের মধ্যে কারখানার কর্মী ৩৫ জন, পথচারী চারজন, একজন রিকশাওয়ালা এবং কারখানার লাগোয়া বস্তিতে বসবাসকারী ১৪ বছরের এক কিশোর। আহত হন কমপক্ষে ৪০ জন।

দুর্ঘটনার কারণ উদ্ঘাটন ও দায় নিরূপণে শিল্প মন্ত্রণালয়, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, গাজীপুর জেলা প্রশাসন, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং তিতাস গ্যাস পৃথক তদন্ত কমিটি গঠন করে। প্রত্যেক কমিটি প্রতিবেদন জমা দিলেও কেউ তা প্রকাশ করেনি। ... ...

দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের পরিবার সরকার ও কারখানার মালিকপক্ষ থেকে সর্বমোট ৪ লাখ ৫৬ হাজার টাকা সহায়তা পেয়েছেন। আহত ব্যক্তিরাও পেয়েছেন ৬০-৬৫ হাজার টাকা করে। কারখানা কর্তৃপক্ষ বলছে, নিহত ব্যক্তিদের প্রত্যেকের পরিবারের একজন করে প্রতিনিধিকে এবং আহতসহ কারখানায় আগে যাঁরা কর্মরত ছিলেন তাঁদের সবাইকে কারখানা চালু হওয়ার পরপরই কাজ দেওয়া হবে।... ...

ধর্ষণের মামলা ৪৫৪১টি, ৬০ ঘটনায় শাস্তি

১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭, প্রথম আলো

ধর্ষণের ঘটনায় ১৬ বছরে সরকারের ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেন্টার ৪ হাজার ৫৪১টি মামলা করেছে। এর মধ্যে ৬০টি ঘটনায় দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি হয়েছে। পুলিশ থেকে শুরু করে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো ঠিকমতো কাজ করছে না বলে ঘটনা প্রমাণ করা কঠিন হচ্ছে। ঘটনার শিকার অধিকাংশ নারী বিচার পাচ্ছেন না।

সরকার ২০০১ সালে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রামের আওতায় ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল, খুলনা, রংপুর ও ফরিদপুর জেলায় ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি) চালু করে। সেন্টারগুলোর মাধ্যমে এই আটটি জেলায় ধর্ষণের শিকার নারীরা আইনি সহযোগিতা পান। ২০১৭ সাল পর্যন্ত এই সেন্টারগুলো থেকে ধর্ষণের শিকার নারী ও শিশুদের পক্ষে ৪ হাজার ৫৪১টি মামলা দায়ের হয়। এর মধ্যে ১ হাজার ২২৯টি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে। নিষ্পত্তি হওয়া মামলার মধ্যে ৬০টিতে দোষী ব্যক্তিরা শাস্তি পেয়েছে। অন্যদিকে ৩ হাজার ৩১২টি মামলার নিষ্পত্তি হয়নি। নিষ্পত্তি না হওয়া মামলা ৭৩ শতাংশ।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রামের একজন কর্মকর্তা প্রথম আলোকে বলেন, ধর্ষণের বিচারের জন্য সরকারের যে কটি পক্ষ জড়িত, তার কোনোটিই ঠিকভাবে কাজ করছে না। একই মন্তব্য করেছেন ফরেনসিক মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও পুলিশ সদর দপ্তরের ওয়াকিবহাল সূত্রগুলো।

পুলিশ সদর দপ্তরের হিসাবে, সারা দেশে গত বছর ৩ হাজার ৬৪৮ জন নারী ধর্ষণের শিকার হন। ২০১২ সালে এই সংখ্যা ছিল ৩ হাজার ৭০০, ২০১৩ সালে ৩ হাজার ৮৯১, ২০১৪ সালে ৩ হাজার ৬৪৭ ও ২০১৫ সালে এই সংখ্যা ছিল ৩ হাজার ৬২২। সংশিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, ঘটনার তুলনায় মামলা কম হয় আর মামলা হলেও নিষ্পত্তি হয় অনেক কম। ... ...

কর্মকর্তাদের পরিদর্শন ক্ষমতায় লাগাম টানল কেন্দ্রীয় ব্যাংক

১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭, প্রথম আলো

বাংলাদেশ ব্যাংকের কোনো কর্মকর্তা সরেজমিন পরিদর্শনে গিয়ে ঋণ অপব্যবহারের চিত্র পেলেও তা আর শ্রেণীকৃত (খেলাপি) করতে পারবে না। সংশিষ্ট ঋণ খেলাপি করতে হলে তদারকি বিভাগের ডেপুটি গর্ভনরকে অবহিত করতে হবে। এরপরই ওই ঋণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকে এত দিন পরিদর্শন কর্মকর্তারাই ঋণ শ্রেণীকৃত করতে পারতেন...

নতুন এ নিয়ম চালুর ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তদারকি কার্যক্রম অনেকটাই থমকে গেছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। সংশ্লিষ্টরা বলছেন,

ঋণের অনিয়ম যে হারে বেড়েছে, সে হারে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিদর্শন কার্যক্রম বা তদারকি বাড়েনি। এখন ঋণ অপব্যবহারের তথ্য পাওয়ার পর সেগুলো শ্রেণীকৃত করতে ডেপুটি গভর্নরের সিদ্ধান্ত নিতে হয়, তাহলে পরিদর্শন কার্যক্রম চলবে না। ডেপুটি গভর্নরের একার পক্ষে সারা দেশের ১০ হাজার শাখার ঋণের তদারকি করাও সম্ভব নয়। ফলে অনিয়ম আরও বেড়ে যাবে... ...

গত পাঁচ বছরে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শনে ধরা পড়া অনিয়মগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো হল-মার্ক, বিসমিলাহ গ্রুপ, আনন্দ শিপইয়ার্ড কেলেঙ্কারি, বেসিক, ফারমার্স ও এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংকের অনিয়ম।...

এক মাসে চালের দাম বেড়েছে ২০ শতাংশ

১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৭, ইত্তেফাক

চালের বাজারের অস্থিরতা কমছে না। গত এক মাসে মাঝারি মানের চাল পাইজাম/লতার দাম বেড়েছে ১৮ দশমিক ৯৫ শতাংশ থেকে ২০ দশমিক ৪১ শতাংশ। মোটা ও সরু চালের দাম বেড়েছে ১৮ শতাংশের বেশি। সরকারের বিপনন সংস্থা টিসিবি'র হিসাবেই দাম বাড়ার এ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

বর্তমানে রাজধানীর খুচরাবাজারে প্রতি কেজি মোটা চাল (ইরি, গুটি স্বর্ণা) ৫০ থেকে ৫৪ টাকা, বিআর-আটাশ ৫২ থেকে ৫৪ টাকায়, মিনিকেট ৬০ থেকে ৬৪ ও নাজিরশাইল ৬৮ থেকে ৭০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে... ...

গোডাউনে লাখ লাখ টন ধান ও চাউল মজুদ রেখে কৃত্রিম সংকট ও দাম বাড়িয়ে বাজারে অস্থিরতা সৃষ্টির পেছনে মজুতদার, আড়তদার, রাইসমিল মালিকদের একটি সিন্ডিকেট দায়ী বলে খুচরা ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করেছে। নওয়াপাড়ায় প্রতি কেজি এলসির মোটা চাউল ৬০ থেকে ৬২ টাকায়, ২৮ চাউল প্রতি কেজি ৭০ থেকে ৭২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে... ....

দিনাজপুর অফিস থেকে মতিউর রহমান জানান, পর্যাপ্ত মজুদ ও সরবরাহ থাকার পরও বাজারে ইচ্ছামত চালের দাম বৃদ্ধি করেছে মিল মালিকরা। এদিকে সরকারী বোরো সংগ্রহ অভিযানে দিনাজপুর জেলার অধিকাংশ মিল মালিকই সরকারের সাথে চাল সরবরাহের চুক্তি না করলেও এখন ব্যবসায়ীদের কাছে বেশী দামে বিক্রি করছে চাল। এ ক্ষেত্রে ধান ক্রয় ও উত্পাদন খরচ ধরেও প্রতিকেজি চাল ২০ টাকা বেশী দরে বিক্রি করছেন তারা। এ কারণেই বাজারে অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে চালের দাম... ...

শিক্ষামন্ত্রীর পা ধরে শিক্ষকের কান্না

১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ , কালের কণ্ঠ

গ্রীষ্মকালীন জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করতে গতকাল বৃহস্পতিবার যশোর যান শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। কিন্তু উদ্বোধন শেষে ফেরার পথে কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের অপ্রত্যাশিত 'আকুতির' মধ্যে পড়ে যান তিনি।

এক নারী শিক্ষক দাবি আদায়ে মন্ত্রীর পা জড়িয়ে কাঁদতে থাকেন। কয়েক শিক্ষক শুয়ে পড়েন মন্ত্রীর গাড়িবহরের সামনে।

যশোর প্রেস ক্লাবের সামনে দুপুর ১২টার দিকের ঘটনা এটি। ঘটনার পর শহরে বিষয়টি নিয়ে বেশ আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়... ...

মন্ত্রীর সফরসঙ্গী শিক্ষাসচিব সোহরাব হোসাইন এ ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। পরে শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষকদের উদ্দ্যেশে বলেন, 'আপনারা যে আচরণ করেছেন, তাতে শিক্ষক সমাজের মানহানি হয়। আমি আপনাদের দাবিদাওয়ার ব্যাপারে অর্থমন্ত্রীর হাত-পায়ে ধরে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। তিনি কিছুটা নরম হয়েছেন। অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে অর্থ ছাড় দেওয়া হয়নি বলে দাবি মানা সম্ভব হচ্ছে না। আমি শিক্ষকদের জীবনমান উন্নয়নে দোজখে যেতে রাজি আছি।'

সৌরবিদ্যুৎ এবার জাতীয় গ্রিডে

১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭, প্রথম আলো

জামালপুরের সরিষাবাড়ীর সিমলা বাজার এলাকার লোকজন এ রকম দৃশ্য এর আগে দেখেনি- আট একর জায়গাজুড়ে সারি সারি সোলার প্যানেল বসানো। সেগুলোর চকচকে পিঠ তাক করা আকাশের দিকে। সোলার প্যানেল গ্রামবাসীর কাছে নতুন কিছু নয় বটে, কিন্তু একসঙ্গে এত প্যানেল কেউ দেখেনি।

সিমলা বাজারে গড়ে তোলা এই স্থাপনা আরেক দিক দিয়ে অনন্য। এটি দেশের প্রথম সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্র, যা জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে। ৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে 'এনগ্রিন সরিষাবাড়ী সোলার প্যান্ট লিমিটেড' নামে এই কেন্দ্র। পরিমাণে ততটা বেশি মনে না হলেও এটা কেবলই শুরু। এ রকম আরও পাঁচটি কেন্দ্র থেকে ৩৩২ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ আসতে যাচ্ছে আগামী এক বছরের মধ্যে।

সরিষাবাড়ীর এই ব্যতিক্রমী সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্রটি স্থাপনে সরকারি এবং দেশি-বিদেশি বেসরকারি খাতের মধ্যে এক অনন্য সহযোগিতার ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে। কেন্দ্রটির জন্য জায়গা দিয়েছে সরকারি খাতের বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি)। আর বিনিয়োগ করেছে বেসরকারি খাত। বিনিয়োগকারীদের মধ্যে রয়েছে জার্মানির আইএফই এরিকসেন এজি এবং দেশের কোম্পানি কনকর্ড প্রগতি কনসোর্টিয়াম লিমিটেড ও জুপিটার এনার্জি লিমিটেড। এই তিন প্রতিষ্ঠান মিলে গঠন করেছে যৌথ বিনিয়োগের কোম্পানি 'আইএফই-সিপিসি-জেইএল কনসোর্টিয়াম'।

সরিষাবাড়ীতে পিডিবির ৩৩/১১ হাজার ভোল্টের যে বিতরণ উপকেন্দ্রটি রয়েছে, সেটিকে ঘিরে পিডিবির মালিকানাধীন আট একর জায়গা পড়ে ছিল। সৌরবিদ্যুতের প্যানেল বসাতে কাজে লাগানো হয়েছে সেই অব্যবহৃত জমি। কাছাকাছি চলে গেছে ৩৩ হাজার ভোল্টের লাইন। এই কেন্দ্রের ৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ওই সরবরাহ লাইন দিয়ে জাতীয় গ্রিডে প্রবেশ করছে। কেন্দ্রটি থেকে সরকার তথা পিডিবি প্রতি ইউনিট (১ কিলোওয়াট ঘণ্টা) বিদ্যুৎ কিনছে প্রায় ১৪ টাকা ৭৫ পয়সা দরে। সরকার তথা পিডিবি আগামী ২০ বছর কেন্দ্রটি থেকে এই দামে বিদ্যুৎ কিনবে। .. ...
সরিষাবাড়ীর কেন্দ্রটি স্থাপনে ব্যয় হয়েছে প্রায় ৫৪ কোটি ২২ লাখ টাকা। বিনিয়োগকারীদের ঋণ দিয়েছে জার্মানির একেএ ব্যাংক। কেন্দ্রটি স্থাপনের পর সফলভাবে পরীক্ষামূলক উৎপাদনের পর্যায় শেষে গত ২ আগস্ট বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়েছে। তখন থেকে এই কেন্দ্র জাতীয় গ্রিডে ৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে... ...

মুন্সীগঞ্জে টেক্সটাইল মিলে অগ্নিকাণ্ডে নিহত ৬

২০/০৯/২০১৭, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম

মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার চরমুক্তারপুরে একটি টেক্সটাইল মিলে অগ্নিকাণ্ডে ছয় শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।

মুক্তারপুর নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মো. জয়নাল আবেদীন জানান, বুধবার সকাল পৌনে ১০টার দিকে আইডিয়াল টেক্সটাইল মিল নামের ওই কারখানায় আগুনের সূত্রপাত হয়। খবর পেয়ে মুন্সীগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে।

নিহত শ্রমিকদের মধ্যে পাঁচ জন পুরুষ ও একজন নারী। তাদের মধ্যে তিনজনের নাম জানা গেছে। এরা হলেন- নাজমুল (২০) ইসরাত (১৮) উজ্জ্বল (২০)।

আগুনে ওই কারাখানার ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে জানিয়ে নৌ পুলিশের কর্মকর্তা জয়নাল বলেন, "আরও কয়েকজন শ্রমিককে পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।"

ঘটনার বিবরণে তিনি জানান, মিলের দ্বিতীয় তলায় সকালে রাসায়নিক ব্যবহার করে স্যাম্পল তৈরির কাজ চলছিল। পাশেই চলছিল ওয়েলডিংয়ের

কাজ।
"এক পর্যায়ে ওয়েলডিংয়ের ফুলকি থেকে পাশের কেমিকেলের গুদামে আগুন লেগে যায়। পরে তা কারখানার বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে।"

জয়নাল বলেন, কেমিকেলের গুদামে আগুন লাগার পর গ্যাসের সৃষ্টি হলে তাতেই ছয় শ্রমিকের মৃত্যু হয়। তাদের কেউ পুড়ে মারা যাননি.. ..

সার্কের মধ্যে বাংলাদেশে স্বাস্থ্য খরচ বেশি

২১ সেপ্টেম্বর ২০১৭, প্রথম আলো

সার্কভুক্ত দেশগুলোর ভেতরে স্বাস্থ্য খাতে খরচ সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশে। স্বাস্থ্য খাতে যে খরচ হয়, তার ৬৭ শতাংশ ব্যক্তি নিজে খরচ করে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে 'বাংলাদেশ ন্যাশনাল হেলথ অ্যাকাউন্টস ১৯৯৭-২০১৫' শীর্ষক প্রতিবেদনের প্রাথমিক ফলাফল উপস্থাপন অনুষ্ঠানে এ তথ্য দেওয়া হয়।

ন্যাশনাল হেলথ অ্যাকাউন্টসের মূল প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হেলথ ইকোনমিকস ইউনিটের মহাপরিচালক মো. আশরাফুল ইসলাম। তিনি বলেন, বাংলাদেশের মাথাপিছু বার্ষিক স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় এখন ৩৭ ডলার বা ২ হাজার ৮৮২ টাকা। স্বাস্থ্য খাতে যে ব্যয় হয়, তার ২৩ শতাংশ বহন করে সরকার। ৩ শতাংশ বহন করে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। আর বাকি ৭ শতাংশ বহন করে দাতাসহ অন্যান্য সংগঠন... ...

বেসরকারি খাতের লাভের চাপে ভঙ্গুর বিপিডিবি

সেপ্টেম্বর ২৬, ২০১৭, বণিক বার্তা

নিজস্ব উৎপাদনের চেয়ে বেসরকারি খাত থেকে বিদ্যুৎ ক্রয়েই বেশি আগ্রহী বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি)। আবার বেশি ব্যয়ের কেন্দ্র থেকেই বেশি বিদ্যুৎ কিনছে প্রতিষ্ঠানটি। বড় বিদ্যুৎকেন্দ্র বাস্তবায়ন বিলম্বে বাড়ানো হচ্ছে রেন্টাল-কুইক রেন্টালের মেয়াদ। অনুমোদন দেয়া হচ্ছে নতুন রেন্টাল-কুইক রেন্টালেরও। বাড়তি দামে বিদ্যুৎ বিক্রি থেকে বেসরকারি এসব কেন্দ্র মুনাফা বাড়ালেও আর্থিকভাবে ভঙ্গুর হচ্ছে বিপিডিবি। এক দশকেই প্রতিষ্ঠানটির পুঞ্জীভূত দেনা ৪৪ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়েছে।... ...

বেসরকারি খাত থেকে উচ্চমূল্যে বিদ্যুৎ ক্রয় শুরু করার পর থেকেই বাড়তে থাকে বিপিডিবির দেনার পরিমাণ। বিপিডিবির হিসাবে, ২০০৭-০৮ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটির দেনা ছিল ৯১৫ কোটি টাকা। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে পুঞ্জীভূত দেনা বেড়ে হয় ১ হাজার ৯৪৫ কোটি টাকা। সর্বশেষ ২০১৬-১৭ অর্থবছর ৫ হাজার ১২২ কোটি টাকা বেড়ে বিপিডিবির পুঞ্জীভূত দেনা দাঁড়িয়েছে ৪৪ হাজার ৫৮৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে ট্যারিফ ঘাটতি মেটাতে নেয়া ঋণের অংক ৩৯ হাজার ৬১০ কোটি ও সুদ ৪ হাজার ৪৮১ কোটি টাকা..

ট্যারিফ ঘাটতির কথা বলে বিপিডিবি বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর প্রস্তাব করলেও যাদের কাছ থেকে প্রতিষ্ঠানটি বিদ্যুৎ কিনছে, সেই বেসরকারি খাতের কেন্দ্রগুলোর মুনাফা বাড়ছে ধারাবাহিকভাবে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর আর্থিক প্রতিবেদনে দেখা যায়, প্রায় সব কোম্পানিরই নিট মুনাফা বেড়েছে।

ভারতের সঙ্গে ৪৫০ কোটি ডলারের ঋণচুক্তি সই

০৪ অক্টোবর ২০১৭, প্রথম আলো

ভারতের সঙ্গে ৪৫০ কোটি ডলারের ঋণচুক্তি সই করেছে বাংলাদেশ। টাকার অঙ্কে যা প্রায় ৩৬ হাজার কোটি টাকা। আজ বুধবার বেলা ১১টায় সচিবালয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ে এই চুক্তি সই হয়। এই চুক্তির আওতায় প্রাথমিকভাবে ১৭টি উন্নয়ন প্রকল্প থাকবে... ...

এর মাধ্যমে সাত বছরের মধ্যে তৃতীয়বারের মতো বড় ধরনের ঋণ দিল ভারত, যা তৃতীয় লাইন অব ক্রেডিট (এলওসি) নামে পরিচিত। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবুল মুহিত ও ভারতের অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি... ...

তৃতীয় এলওসির অর্থ দিয়ে ১৭টি প্রকল্প করার প্রাথমিক তালিকা তৈরি করেছে বাংলাদেশ। তবে ঋণচুক্তিতে কোনো প্রকল্পের নাম থাকবে না বলে ইআরডি সূত্রে জানা গেছে। তালিকায় থাকা প্রকল্পগুলো হলো রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ বিতরণ অবকাঠামো উন্নয়ন; পায়রা বন্দরের বহুমুখী টার্মিনাল নির্মাণ; বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার ও তীর সংরক্ষণ; বগুড়া থেকে সিরাজগঞ্জ পর্যন্ত দ্বৈতগেজ রেলপথ নির্মাণ; সৈয়দপুর বিমানবন্দর উন্নতকরণ; বেনাপোল-যশোর-ভাটিয়াপাড়া-ভাঙ্গা সড়ককে চার লেনে উন্নীত করা; চট্টগ্রামে কনটেইনার টার্মিনাল নির্মাণ; ঈশ্বরদীতে কনটেইনার ডিপো নির্মাণ; কাটিহার-পার্বতীপুর-বরনগর দিয়ে দুই দেশের মধ্যে বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন তৈরি; মোংলা বন্দর উন্নয়ন; চট্টগ্রামে ড্রাই ডক নির্মাণ; মিরসরাইয়ের বারৈয়ারহাট থেকে রামগড় পর্যন্ত চার লেনে সড়ক উন্নীত করা; মোলাহাটে ১০০ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ; মিরসরাই বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠন; কুমিলা থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর হয়ে সরাইল পর্যন্ত চার লেন সড়ক নির্মাণ; ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে ১ লাখ এলইডি বাল্ব সরবরাহ প্রকল্প।

কোনো ঋণচুক্তির আওতায় এটিই হচ্ছে দেশের ইতিহাসে দ্বিতীয় বড় ঋণ। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে রাশিয়ার সঙ্গে ১ হাজার ১৩৮ কোটি ডলারের (বাংলাদেশের টাকায় যা প্রায় ৯২ হাজার কোটি) ঋণচুক্তি করে বাংলাদেশ।

ইআরডি সূত্রে জানা গেছে, আগের দুটি এলওসির মতো তৃতীয় এলওসির শর্ত একই। আগের মতো ভারতীয় ঠিকাদারেরাই প্রকল্পের কাজ পাবেন। ঋণের টাকার পূর্তকাজের প্রকল্প হলে ৬৫ শতাংশ মালামাল ও সেবা ভারত থেকে আনতে হবে। অন্য প্রকল্পে ৭৫ শতাংশ মালামাল ও সেবা ভারত থেকে আনতে হবে... ...

বিশ্বের পাঁচ পরিবেশ যোদ্ধার তালিকায় বাংলাদেশের মিজানুর রহমান

বাংলা, ৭ অক্টোবর, ২০১৭

পরিবেশ রক্ষায় গেরিলা যোদ্ধা হিসেবে রিপাবলিক ম্যাগাজিনে উঠে এলো বাংলাদেশের মিজানুর রহমানের নাম। সুইডেন থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকাটিতে বিশ্বের পাঁচ জন পরিবেশ আন্দোলনকারীর কথা তুলে ধরা হয়। এই পাঁচ জনের ভেতর সুন্দরবন রক্ষা আন্দোলনের সংগঠক মিজানুর রহমানের নামও উঠে আসে।

সুইডেন থেকে প্রকাশিত ডকুমেন্টরি ম্যাগাজিন 'রি: পাবলিক' (RE: PUBLIC) এর সাম্প্রতিকতম সংখ্যায় বিশ্বের পাঁচ জন পরিবেশ আন্দোলন কর্মীর চিন্তা আর লড়াই তুলে ধরা হয়েছে। এই তালিকায় অন্যান্যদের মাঝে আছেন বাংলাদেশের মিজানুর রহমান। 'রি: পাবলিক' এর এই সংখ্যাটি ৫ অক্টোবর Climate Guerrilla Fighter শিরোনামে প্রকাশ হয়। বাংলাদেশ ছাড়াও ফিলিপাইন, সাউথ-আফ্রিকা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং হন্ডুরাসের অপর চার পরিবেশ আন্দোলনকর্মী'র লড়াই-সংগ্রামের বয়ান তুলে ধরা হয় এই বিশেষ সংখ্যায়।

এই পাঁচ আন্দোলনকারীদের একজন বাংলাদেশের মিজানুর রহমান সুন্দরবন রক্ষা আন্দোলনে শুরু থেকেই সক্রিয়ভাবে যুক্ত আছেন। এছাড়াও তাঁর নিজ এলাকা রাজধানীর জুরাইনের দীর্ঘদিনের জলাবদ্ধতা নিরসনে এলাকার তরুণদের সাথে নিয়ে কাজ করছেন। এ বছরের ২৬ জানুয়ারী সুন্দরবন রক্ষায় রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প বাতিলের দাবিতে ডাকা জাতীয় কমিটির হরতাল চলাকালীন সময়ে পুলিশ পিটিয়ে তাঁকে মারাত্মকভাবে আহত করে। মিজানুর রহমানকে রাজপথে বুট-বন্দুকের বাট দিয়ে পেটানোর ছবি এবং ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে তা দেশে-বিদেশে নিন্দার ঝড় তোলে। ঐ দিনের নির্যাতনের বিবরণ প্রকাশিত হয় শীর্ষস্থানীয় আন্তর্জাতিক পরিবেশ বিষয়ক সংবাদমাধ্যম mongabay'তে। এরই

পরিপ্রেক্ষিতে সুইডেনের পত্রিকা RE: PUBLIC যোগাযোগ শুরু করে মিজানুর রহমানের সাথে।

প্রকাশিত নিবন্ধনে মিজানুর রহমানের বর্ণনায় বাংলাদেশের অস্তিত্ব রক্ষায় সুন্দরবন রক্ষার গুরুত্ব উঠে আসে। তিনি বলেন, "সুন্দরবন বাংলাদেশের রক্ষা কবচ, সেই সাথে উপকূলবর্তী পাঁচ কোটি মানুষের বেঁচে থাকার অবলম্বন।"

বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সংকট সমাধানে তিনি কয়লার পরিবর্তে উন্নত প্রযুক্তি অবলম্বনে সুলভ মূল্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের উপায় নিয়েও আলোচনা করেন। ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ রক্ষায় সুন্দরবন বাঁচাও আন্দোলনে তিনি আরও দৃঢ়ভাবে যুক্ত হবার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। সেই সাথে সুইডেনসহ সারা পৃথিবীর মানুষকে বিশ্লেষণ-গবেষণা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আলোচনা, ব্লগিং ইত্যাদি নানা উপায়ে চলমান আন্দোলনে যুক্ত হবার আহবান জানান।"

রি : পাবলিক (RE: PUBLIC) আন্তজার্তিক সংবাদ মাধ্যমে ভিন্ন ধারার গণমাধ্যম হিসেবে পরিচিত। বিশ্বের নানাপ্রান্তে ঘটতে থাকা তাৎপর্যপূণ ঘটনা সাধারণ মানুষের বয়ানে তুলে ধরা এর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ভবন ভাঙতে আরও ৭ মাস পেল বিজিএমইএ

০৮ অক্টোবর ২০১৭, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম

ঢাকার হাতিরঝিল প্রকল্প এলাকায় বেআইনিভাবে নির্মিত ১৬ তলা বিজিএমইএ ভবন ভেঙে ফেলতে পোশাক রপ্তানিকারকদের এই সংগঠনকে আরও সাত মাস সময় দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত... ...

জলাধার আইন ভেঙে নির্মিত বিজিএমইএ ভবনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত হাতিরঝিল প্রকল্পে 'একটি ক্যান্সার' বলেছিল হাই কোর্ট। ওই ভবন অবৈধ ঘোষণা করে হাই কোর্টের দেওয়া রায় আপিলেও বহাল থাকে। পরে বিজিএমইএ রায় পুনর্বিবেচনার (রিভিউ) আবেদন করলেও তা খারিজ হয়ে যায়।

রায়ের পর কার্যালয় সরিয়ে নিতে বিজিএমইএ তিন বছর সময় চাইলেও আপিল বিভাগ তাদের ছয় মাসের মধ্যে সে কাজ শেষ করতে বলে। সেই ছয় মাস সময় শেষ হওয়ার আগে আগে আরও এক বছর সময় চেয়ে গত ২৩ অগাস্ট আবেদন করে বিজিএমইএ... ...

নতুন ভবন নির্মাণের জন্য রাজধানীর উত্তরার ১৭ নাম্বার সেক্টরে অর্ধেক মূল্যে সাড়ে ৫ বিঘা বিজিএমইএকে বরাদ্দ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। গত ৭ সেপ্টেম্বর টাকা পরিশোধ করে সেই জমির দলিল বুঝে পেয়েছে বিজিএমইএ।

'বিব্রত, শঙ্কিত' বিচারপতি সিনহার বিদেশযাত্রা

১৪ অক্টোবর ২০১৭, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম

ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের রায় নিয়ে ক্ষমতাসীনদের তোপের মুখে থাকা প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহা ৩৯ দিনের ছুটিতে অস্ট্রেলিয়ার পথে রওনা হয়েছেন বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিয়ে নিজের আশঙ্কার কথা জানিয়ে।

সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছিল, অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে বিচারপতি সিনহা ছুটিতে গেছেন। কিন্তু শুক্রবার রাতে বিদেশে যাওয়ার সময় তা নাকচ করে তিনি বলেছেন, অসুস্থ নন, ক্ষমতাসীনদের সমালোচনায় তিনি 'বিব্রত'।

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সরকারের একটি মহল আমার রায়কে ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করে পরিবেশন করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমার প্রতি অভিমান করেছেন, যা অচিরেই দূরীভূত হবে বলে আমার বিশ্বাস।"

চাপ দিয়ে প্রধান বিচারপতিকে ছুটিতে পাঠানোর যে অভিযোগ বিএনপি করছিল, তাও নাকচ করেছেন বিচারপতি সিনহা। বলেছেন, বিচার বিভাগ যাতে 'কলুষিত না হয়', সেজন্য তিনি নিজেই 'সাময়িকভাবে' যাচ্ছেন।

সাড়ে তিন মাস চাকরির মেয়াদ থাকা প্রধান বিচারপতি উচ্চ আদালতে সরকারের হস্তক্ষেপের আশঙ্কার কথাও বলেছেন। রাষ্ট্রের জন্য তা 'কল্যাণ বয়ে আনবে না' বলে তিনি সরকারকে সতর্ক করেছেন... ...

বিচারপতি সিনহার বিরুদ্ধে ১১ অভিযোগ: সুপ্রিম কোর্ট

১৪ অক্টোবর ২০১৭, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম

প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহার বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অর্থ পাচার, আর্থিক অনিয়ম ও নৈতিক স্খলনসহ সুনির্দিষ্ট ১১টি অভিযোগ উঠেছে, যার গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা তিনি দিতে পারেননি বলে তার সহকর্মীরা জানিয়েছেন।

প্রধান বিচারপতি সিনহা ছুটি নিয়ে বিদেশ যাওয়ার আগে কিছু প্রশ্ন তোলার পর সুপ্রিম কোর্টের বিরল এক বিবৃতিতে একথা জানানো হয়।

শনিবার বিকালে সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল সৈয়দ আমিনুল ইসলামের স্বাক্ষরে বিবৃতিটি আসার আগে দায়িত্বরত প্রধান বিচারপতি আব্দুল ওয়াহহাব মিঞা আপিল বিভাগ ও হাই কোর্ট বিভাগের বিচারপতিদের নিয়ে বৈঠক করেন।

ছুটি নিয়ে বিচারপতি সিনহা বিদেশে যাওয়ার আগে যে বক্তব্য দিয়েছেন, তাকে 'বিভ্রান্তিমূলক' আখ্যায়িত করা হয় সুপ্রিম কোর্টের বিবৃতিতে।

সংবিধানের ষোড়শ সংশোধন বাতিলের রায় নিয়ে সমালোচনার মধ্যে সংসদে বিচারপতি সিনহার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তোলা হয়েছিল মন্ত্রীদের কাছ থেকে। এবার তার সহকর্মীদের মধ্য থেকেও একই অভিযোগ এল।

বিষয়টি প্রকাশের পর আইন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি আব্দুল মতিন খসরু সাংবাদিকদের বলেছেন, বিচারপতি সিনহার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের তদন্ত করা হবে।

সুপ্রিম কোর্টের বিবৃতিতে বলা হয় রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ গত ৩০ সেপ্টেম্বর আপিল বিভাগের বিচারপতিদের ডেকে নিয়ে বিচারপতি সিনহার বিরুদ্ধে '১১টি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ' তুলে ধরেন... ...

মোট আয়ের ৩৮% শীর্ষ ১০ ভাগ ধনী পরিবারের

প্রথম আলো, অক্টোবর ১৮, ২০১৭

.. .. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১৬-এর প্রাথমিক প্রতিবেদন বলছে, দেশের মোট আয়ের ৩৮ শতাংশের বেশি মাত্র শীর্ষ ১০ ভাগ ধনী পরিবারের। আর শীর্ষ পাঁচ ভাগ পরিবারের আয় মোট জাতীয় আয়ের প্রায় ২৮ শতাংশ। ২০১০ সালের খানা আয়-ব্যয় জরিপে শীর্ষ ১০ ভাগ ধনী পরিবারের কাছে ছিল মোট আয়ের প্রায় ৩৬ শতাংশ।.. ..

প্রতিবেদনের তথ্য বিশেষণে দেখা যায়, জাতীয় আয় বণ্টন অংশে সব ডিসাইল গ্রুপেই (আয় বিবেচনায় পরিবার) হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেছে। ২০১০ সালের জরিপে সর্বনিম্ন আয়ের পাঁচ ভাগ পরিবারের ছিল মোট জাতীয় আয়ের দশমিক ৭৮ শতাংশ। ২০১৬ সালের জরিপে তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র দশমিক ২৩ শতাংশে। আর সর্বনিম্ন আয়ের ১০ ভাগ পরিবারের আয় দাঁড়িয়েছে মোট আয়ের ১ দশমিক শূন্য ১ শতাংশ। আয় বিবেচনায় নিচের দিকে থাকা পরিবারগুলোর মোট আয়ে অংশ কমলেও বেড়েছে উচ্চ আয়ের পরিবারগুলোর। ২০১০ সালের জরিপে মোট আয়ের ২৪ দশমিক ৬১ শতাংশ শীর্ষ পাঁচ ভাগ পরিবারের থাকলেও সর্বশেষ হিসাবে তা বেড়ে হয়েছে ২৭ দশমিক ৮৯ শতাংশ। একইভাবে শীর্ষ ১০ ভাগ পরিবারের আয়ও ২০১০ সালের ৩৫ দশমিক ৮৪ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৮ দশমিক ১৬ শতাংশ। অর্থাৎ দেশের মোট জাতীয় আয় ১০০ টাকা ধরলে ৩৮ টাকাই এ ১০ ভাগ পরিবারের।... ...

দেশে চারজনে একজনের মৃত্যু দূষণে

প্রথম আলো, ২১ অক্টোবর ২০১৭

বিশ্বে প্রতি ছয়টি মৃত্যুর মধ্যে একটির জন্য দায়ী দূষণ। এই পরিস্থিতি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আরও ভয়াবহ। দেশে দূষণের কারণে প্রতি চারজনের

মধ্যে একজনের মৃত্যু হচ্ছে। বায়ু, পানি ও মাটির দূষণে এসব মৃত্যু ঘটছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গবেষকদের সমন্বিত একটি গবেষণায় এই তথ্য উঠে এসেছে। যুক্তরাজ্য-ভিত্তিক বিখ্যাত চিকিৎসা সাময়িকী ল্যানসেট গত বৃহস্পতিবার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দূষণের কারণে ২০১৫ সালে বিশ্বে মোট ৯০ লাখ মানুষ মারা গেছে। ওই বছর এইডস, যক্ষ্মা ও ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে যত মানুষ মারা গেছে, এই সংখ্যা তার চেয়ে তিন গুণের বেশি। এসব মৃত্যুর অধিকাংশই হয়েছে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে।

... ... প্রতিবেদনে বলা হয়, দূষণের কারণে ২০১৫ সালে যে ৯০ লাখ লোকের মৃত্যু হয়েছে, তাদের ৯২ শতাংশই নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশের নাগরিক। শুধু ভারত আর চীনেই মারা গেছে ওই ৯০ লাখের প্রায় অর্ধেক মানুষ। উন্নত বিশ্বেও দূষণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মৃত্যু ও রোগ বাড়ছে।

দূষণের মধ্যে বায়ুদূষণ সবচেয়ে প্রাণঘাতী। দুই-তৃতীয়াংশ মৃত্যুর জন্য দায়ী এই দূষণ। ২০১৫ সালে বায়ুদূষণে ৪২ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়। ১৯৯০ সালের তুলনায় তা ২০ শতাংশ বেশি। বায়ুদূষণের কারণে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে ভারত ও বাংলাদেশে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, বায়ুদূষণের পরেই বেশি মৃত্যু হয় পানিদূষণে। ২০১৫ সালে এই দূষণে ১৮ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। বাংলাদেশে প্রায় সাড়ে তিন কোটি মানুষ আর্সেনিকদূষণের ঝুঁকিতে রয়েছে। এসব মানুষ যে পানি পান ও ব্যবহার করে, সেগুলোতে আর্সেনিকের পরিমাণ প্রতি লিটারে ৫০ মাইক্রোগ্রাম মাত্রার বেশি।.. ..

মুক্তিপণের টাকাসহ ডিবির ৭ সদস্য আটক

প্রথম আলো, ২৬ অক্টোবর ২০১৭

কক্সবাজারের টেকনাফে এক ব্যক্তিকে অপহরণের অভিযোগে পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সাতজনকে নগদ ১৭ লাখ টাকাসহ আটক করেছে নিরাপত্তাবাহিনী। আজ বুধবার ভোরে ডিবির ওই সাত সদস্যকে আটক করা হয়। প্রথম আলোকে এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন অপহৃত ব্যক্তির পরিবার।

অপহৃত ব্যবসায়ীর নাম আবদুল গফুর। তিনি কম্বলের ব্যবসা করেন। তাঁর বড় ভাই টেকনাফ পৌরসভার আট নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মো. মনিরুজ্জামান ভোর রাতেই প্রথম আলোর কাছে এ ব্যাপারে সহযোগিতা চেয়েছিলেন। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, 'আমার ভাইকে কক্সবাজার থেকে ডিবির একটি দল অপহরণ করেছে। তাঁকে আটক করে আমাদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করা হচ্ছে। আমরা টাকা দিতে রাজিও হই। তবে টাকা দেওয়ার বিষয়টি টেকনাফ সেনাবাহিনীকে অবহিত করেছি। পরে ভোররাত ৪টার দিকে সেনাবাহিনীর লম্বরী ক্যাম্পের কিছু দূরে ১৭ লাখ টাকা দেওয়ার পর আমার ভাইকে ছেড়ে দেয় ডিবি সদস্যরা। পরে ডিবির সদস্যদের আটক করা হয়।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে র্যা বের একটি সূত্র জানায়, আবদুল গফুরকে গতকাল মঙ্গলবার সকালে অপহরণ করে ডিবির একটি দল। এরপর মুক্তিপণ হিসেবে পরিবারের কাছে ৫০ লাখ টাকা দাবি করে তাঁরা। কিন্তু দর-কষাকষির পর ওই ব্যবসায়ীর পরিবার ১৭ লাখ টাকা দিতে রাজি হয়। টাকা পাওয়ার পর তাঁকে ভোররাতে কক্সবাজারের টেকনাফের মেরিনড্রাইভ এলাকায় ছেড়ে দেওয়া হয়।

ভাতের অভাবে কিশোরীর আত্মহত্যা

বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২৬ অক্টোবর, ২০১৭

শেরপুরে ভাতের অভাবে এক কিশোরী গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। ওই কিশোরীর নাম কণিকা (১২)।

কণিকা শেরপুর সদর উপজেলার গাজীর খামার ইউনিয়নের চককোমড়ি গ্রামের কোরবান আলীর মেয়ে।

বৃহস্পতিবার সকাল ৮টার দিকে তাদের ভাঙা ঘরের আড়ায় গলায় দড়ি দিয়ে সে আত্মহত্যা করে। পরে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্ত শেষে সন্ধ্যা ৭টার দিকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে।

এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত লাশ সৎকারের কাজ চলছিল। পরিবারটির এতোই অভাব অনটন যে, লাশের সৎকারের খরচটিও এলাকার লোকজন চাঁদা তুলে দিয়েছে।

এলাকাবাসী, আত্মীয়-স্বজন ও কণিকার বাবা কোরবান আলী জানিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে পরিবারে অভাব কাটছিল না। এতে করে তাদের প্রায়ই তাদের না খেয়ে থাকতে হত। ক্ষুধার কারণেই কণিকা আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। মৃত্যুর আগে কণিকার সাথে কারও কথা কাটাকাটি বা ঝগড়া হয়নি।

অত্যন্ত শান্ত ও চাপা স্বভাবে মেয়ে ছিল কণিকা।
সংসারে এত অভাব থাকলেও অভাবের কথা কখনও প্রতিবেশীদের সাথে বলেনি মেয়েটি। কণিকার বাবা বিলে মাছ ধরে বাজারে বিক্রি করে সংসার চালান। যেদিন মাছ না পাওয়া যায়, আবহাওয়া বা শরীর খারাপ থাকলে সেদিন না খেয়েই কণিকাদের থাকতে হয়। কণিকা কদিন স্কুলেও গিয়েছিল। অভাব, সৎ মা আর এই বয়সেই বাবা ও ভাইয়ের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আর স্কুলে যাওয়া হয়নি তার।

অভাবের তাড়নায় মোটামুটি চিকিৎসা ছাড়াই ৮ বছর আগে কণিকা ও তার ভাইকে রেখে মা মমতা ইহলোকে গমণ করেন। তারপরে বাবা কোরবান আলী আরেকটি বিয়ে করেন। এরপর কণিকার আরও দুই ভাই-বোন জন্ম নেয়। কষ্ট আর অভাবের সংসার হওয়ায় কণিকার সৎ মা মাসখানেক আগে বাড়ি ছেড়ে বাপের বাড়ি চলে যান।

.. .. বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় ইউপি সদস্য আজগর আলীর সাথে কথা হলে তিনি জানান, 'অভাবের কারণেই কণিকা আত্মহত্যা করেছে। কণিকার বাবা কোরবান আলী আমার কাছে একবার এসেছিল কার্ড চাইতে। আমি বলেছি আবার কার্ড আসলে পরের বার দিব।'.. ..

সর্বজনকথা প্রাপ্তিস্থান:

ঢাকা: আজিজ সুপার মার্কেটের প্রথমা, পাঠক সমাবেশ, জনান্তিক, অভীক, তক্ষশীলা, বিদিত। বেইলি রোডে সাগর পাবলিশার্স।

সিলেট: বইপত্র। ঠিকানা: বইপত্র, ৯০ রাহা ম্যানশন, সিলেট।

দিনাজপুর: বন্ধু পত্রিকা এজেন্সী। ঠিকানা: দিনাজপুর রেলস্টেশনের পাশে।

খুলনা: মৃত্তিকা।

চট্টগ্রাম: বাতিঘর।

যশোর: ১) বইহাট। ঠিকানা: সার্কিট হাউজ রোড, যশোর। ২) বিপি বুক ডিপো। ঠিকানা: মুজিব সড়ক, দড়টানা, যশোর। ৩) আনোয়ার আলম ব্রাদার্স। ঠিকানা: ৭ মুজিব সড়ক, যশোর।

রাজশাহী: চন্দন বুক পয়েন্ট। ঠিকানা: গোল্ডেন প্লাজা, সোনা দিঘীর মোড়।

ময়মনসিংহ: আজাদ অঙ্গন। ঠিকানা: ৪৪/এইচ সিকে ঘোষ রোড।

গাজীপুর: চর্যাপদ। পাঠকের রেস্তোঁরা। কলেজ রোড আউচপাড়া

ফরিদপুর: আনন্দ বিপণি। ঠিকানা: ১১ খান সুপার মার্কেট। (জনতা ব্যাংকের মোড়)।

নরসিংদি: বইপুস্তক। চেয়ারম্যান মার্কেট, পশ্চিম ব্রাহ্মণদি, খালপাড়।

বগুড়া: পড়ুয়া লাইব্রেরি। ঠিকানা: ইউনুস প্লাজা, এম. এ খান লেন। টেম্পল রোড।

সুনামগঞ্জ: 'মধ্যবিত্ত'। ঠিকানা: দোকান নং-৪, পৌর বিপণি, সুনামগঞ্জ।

যোগাযোগ ও বিকাশ নাম্বার: ০১৮৮২৪৩৪৬৬৮